রেজিষ্টার নং ৩৫ Registered No 35. রেজিষ্টার নং ৩৫

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক সমেত অতিরিক্ত৮৷, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক সমেত অতিরিক্ত৪৸ ডাক মাশুল ৸০,ত্রৈমাসিক সমেত অতিরিক্ত ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।
অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০টাকা। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পঁক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ১০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা।
ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৭ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ১০ পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ২৪এ ডিসেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ৪৬ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

মফস্বল এজেন্সি।

মফস্বলবাসী রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভ্রান্ত লোকদিগের কলিকাতায় যদি কোন দ্রব্য খরিদ করিতে হয় তাহা আমাদিগকে লিখিলে আমরা অতি সত্বর ও স্বল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। যত টাকার জিনিশ খরিদ হইবে তাহার প্রতি শতকরা আমরা পাঁচ টাকা কমিসন কাটিয়া লইব। অর্ডারের সঙ্গে২ টাকা পাঠাইতে হইবে। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বরাবর অর্ডার ও টাকা পাঠাইলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইব। কাহারো কোন পুস্তক কি অন্য কোন বিষয় ছাপাইয়া লইতে হইলে তাহারো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

শ্রী অনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

☞ কাপড়, পুস্তক, ষ্টেসনারি, ফার্ণিচার ইত্যাদি যত প্রকার দ্রব্য কলিকাতায় পাওয়া যায় তাহা আমরা প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন অল্প সুদে যত টাকা হউক কর্জ্জ করিতে হইলে তাহারও যোগাড় করিয়া দিতে পারিব।

কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ!

নাটক।

এই পুস্তক ঢাকা বাবুর বাজার বাবু কিশোরি লাল রায় চৌধুরি মহাশয়ের বাসায় গ্রন্থকারের নিকট ও এন্, কে, চট্টোপাধ্যায়ের ও পোটটলি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যাইবে

বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা মূল্য ১
ইহাতে পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতি সমুদায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।
লীলাবতী [অঙ্ক পুস্তক] ৷৷০
আর্য্যচরিত প্রথমভাগ ১০
ইাতে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য ও বিজয় সিংহের জীবন চরিত বর্ণিত হইয়াছে।
শিশুবিজ্ঞান প্রথমভাগ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত পদার্থবিদ্যা ৵।
কলিকাত সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিংলাইব্রেরি ও কৃষ্ণনগর গোবিন্দ সড়ক বিদ্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা ধিরাজ রাজা বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্বেবদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

১ মস ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ও তৈলের মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৫ টাকা।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান বহুমুত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কের হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ১ কৌটা ৫ টাকা
ঘৃত ১ শিশি ৪ টাকা
তৈল ১ ঐ ৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকারন পক্কতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য, মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুর্জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগ আরোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ৷৷০ ডাকমাশুল ।০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৮০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মধ্যক্ষ।

শিক্ষা নবিসের পদ্য।

শ্রী অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ ইংরাজ কবি বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। মূল্য ।৵ ডাক মাশুল / আনা। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্যোপযোগী এই পুস্তক খান, চুঁচড়া সাধারণী যন্ত্রালয়ে ও কলিকাতা ক্যানিংলাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

ঋতুবর্ণন।

শ্রীগঙ্গা চরণ সরকার বিরচিত।

মূল্য ৷৷৵, ডাক মাশুল / আনা।

বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠ্যোপযোগী। এই পুস্তক খান, চুঁচড়া সাধারণী যন্ত্রালয়ে ও কলিকাতা ক্যানিংলাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গ দেশান্তঃপাতি কলিকাতাস্থিত হাইকোট বিচারালয়ের সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের সন আঠার শত তেয়াত্তর সালের চারি শত চারি নম্বরের মোকর্দ্দমা যাহাতে মন্মথ দাসী বাদিনী এবং রাধিকা প্রসাদ দত্ত, রাজেন্দ্র দত্ত এবং নিলম্বর দত্ত প্রতিবাদীগণ সেই মকর্দ্দমায় উক্ত হাইকোট আদালতি সন আঠার শত চোয়াত্তর সালের সাতাশে জানুয়ারী তারিখে ডিক্রি অনুসারে উক্ত আদালতের রেজিষ্টার সাহেবের সম্মতি ক্রমে আদালত গৃহস্থিত উক্ত সাহেবের নিলাম ঘরে নিম্নলিখিত সম্পত্তি নিশ্চয়ই আগামী ৯ই জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ একটা বেলার সময় বিক্রয় হইবেক যথাঃ—

সহর কলিকাতার দর্ম্মা হাটাস্থিত মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রিট স্থিত ১ এক হইতে ১৫ পনর নম্বর সাবেক ১২৪। ১২৬ নম্বরের দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসতি বাটির দরবস্তু হকুক সমেত তৎসংলগ্ন ও দখলী ভূমি খণ্ড যে ভূমির কতকাংশের উপর উক্ত গৃহ স্থাপিত আছে। উক্ত জমির পরিমাণ আনুমানিক ন্যূনাধিক দুই বিঘা চারি কাটা। উক্ত জমির সীমানা উত্তরে মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রিট, দক্ষিণে মৃত উদয় চাঁদ দত্তের বাড়ী, পূর্ব্বে মৃত জগদ্বন্ধু প্রভৃতির বাড়ি এবং পশ্চিমে দক্ষিণে গোকুল চন্দ্র দত্তের বাটি, পুর্ব্বে গোকুল চন্দ্র দত্তের সম্পত্তি।

স্বত্বের চুম্বক পত্রে যে স্বত্ব প্রকাশ আছে খরিদদারগণ সেই স্বত্বের অধিকারি হইবন। ঐ চুম্বক পত্র হাইকোটের আদিম বিভাগের রেজিষ্টার সাহেবের আফিসে অথবা কলিকাতার ওলড্ পোষ্টাফিস ষ্ট্রিটস্থিত প্রতিবাদিগণের য়্যাটর্ণি বাবু প্রমথ নাথ বসুর আফিসে নিলামের পুর্ব্বে যে কোন দিনে দেখা যাইতে পারে এবং উহা বিক্রয়ের সময়ে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাদিনীর আটার্ণী
সন ১৮৭৪ সাল ১২ই ডিসেম্বর

সি টি ড্যাবিস
রেজিষ্টার
C. T. Davis
Registrar

Wanted a Head Master for the Higher Class English School at Sreedharpore in Zilla Jessore salary Rs. 75. The Secretary would wish for a master who has some experience in teaching and has obtained the B. A. Degree Knowledge in Drawing and Surveying is also required.

The 15th Decber. Secretary
1874

অমরসিং নাটক অর্থাৎ সেকসপিয়রের কৃত হ্যামলেটের অনুকরণ। বাগবাজার রামকান্ত বসুর লেন ২৫ নং ভবন প্রাপ্তব্য। মূল্য ৷৷০ডাক মাশুল এক আনা।

পোলিশ ও নীলকর, ইহার কে আত্মীয়?

আসামের চা-কর ষ্টিবিন্স সাহেব নিরাপরাধে নানা রূপ কষ্ট পান, এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে তদারক হইতেছে যে পোলিশ কেন তাহাকে চালান দেয় ও নিম্ন আদালত কেন তাহাকে সেসনে সোপোর্দ্দ করেন। কলিকাতার ল্যাণ্ড হোলডারস য়্যাসোসিয়েসন এই বিষয় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন এবং তাহাদের উদ্যোগে এই তদারকটী আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ তদারক করা উচিত কি না এবং ইহা দ্বারা দেশের অনিষ্ট কি উপকার হইবে সে বিষয় বলা যায় না। হইতে পারে পোলিশ আ ভয়ে চা-কর কি নীলকর কি অন্য কোন সাহেব প্রকৃত দোষী হইলেও তাহাদিগকে চালান দিবে না। একেত নীলকর চা-করদের মধ্যে অনেকে ভয়ানক অত্যাচারী আবার পোলিশ তাহাদিগকে ভয় করিলে তাহাদের অত্যাচার ভারি প্রবল হইয়া উঠিবে। আবার ইহাও হইতে পারে যে গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে পোলিশ ভয় পাইবে এবং আর কখনই সাহস করিয়া কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে নিঃক্ষেপ করিবে না। পোলিশ সকল সময় ন্যায় দ্বারা বিচালিত হইয়া সমুদয় কার্য্য করে না। অনেক সময় অর্থ ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে এবং পোলিষ, চা-কর কি নীলকরের অনাত্মীয় নহে প্রত্যুত এ পর্য্যন্ত তাহারা অপ্রতিহত ভাবে যত অত্যাচার ও নিষ্পীড়ন করিয়াছে তাহার অধিকাংশ পোলিশের সহায়তায়। পোলিশের মধ্যে ন্যায় পরায়ণ যে সমুদয় লোক প্রবেশ করিয়াছেন তাহারা কাহার অনুরোধে কোন রূপ দুষ্কর্ম্ম করিবেন না, গবর্ণমেণ্টের ভয়েও কাহাকে ছাড়িয়া দিবেন না অথবা অর্থ দ্বারা বাধ্য হইয়াও অন্যায় কাজ করিবেন না, এই নিমিত্ত ল্যাণ্ডহোলডারস য়্যাসোসিয়েসনের প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিয়া হয়ত গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রকৃত কোন অনিষ্ট করেন নাই। চা করের কি নীলকরের কি জমিদারের অত্যাচার পোলিশ কর্ত্তৃক কখনই নিবারিত হইবে না। পোলিশ অনেক স্থলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগেরই প্রতি পক্ষপাতী হয়, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের কর্ত্তৃক অনেক সময় সাহায্য পায় না, বরং তাহারা পদে পদে পোলিশ কর্ত্তৃক নিষ্পীড়িত হয়। সুতরাং যত দিন প্রজা প্রবল না হইবে তত দিন তাহাদের নিস্তার নাই। বাঙ্গলার নীলকরগণকে প্রজারাই শাসন করিয়াছিল, যখন তাহারা নীলকর গণকে দেশ হইতে দূরিকৃত করে তখন পুলিস তাহাদের সহায় করে নাই অনেক সময় বিপক্ষতাই করে। পোলিস শাসিত হইলে প্রজার তত ক্ষতি নাই প্রত্যুত উপকার আছে। নীলকর, চাকর আমাদের আত্মীয় নহে, দেশের অনেক অনিষ্ট করে, তাহারা প্রজা পীড়ন করে। কিন্তু পুলিসও সুহৃদ নহে। নীলকরগণের অত্যাচার দেশ ব্যাপী নহে, পোলিসের অত্যাচার দেশ ব্যাপী, নীলকর গণ যত অত্যাচার করুক তাহার সীমা আছে, পোলিসের অত্যাচারের সীমা নাই। নীলকরেরা সশঙ্কিত হইয়া অত্যাচার করে, পোলিসের অত্যাচার নিঃশঙ্কে, নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবিধান করা যায়, পুলিসের অত্যাচারের প্রতিবিধান করা যায় না। নীলকর গণের সঙ্গে অল্প লোকের সংশ্রব, তাহাদের কর্ত্তৃক অল্প লোক নিষ্পীড়িত হইতে পারে কিন্তু পুলিস আমাদের জাতি মাত্রের কর্ত্তা! তাহারা প্রবল প্রতাপান্বিত গবর্ণমেণ্টের অনুচর, অখণ্ড প্রতাপান্বিত মাজিষ্ট্রেট গণের অনুচর। নীলকরেরা অত্যাচার করিয়া দেশের ধন নষ্ট করুন না করুন কৃষি প্রজাদিগের ধনোপার্জ্জনের ব্যাঘাত ভিন্ন তাহারা আর কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। কিন্তু পোলিসের শাসনে আমাদের সাহস, মান মর্য্যাদা, অহংকার, অভিমান সমুদয় চূর্ণ হইয়াছে, আমরা নিস্তেজ নির্বীর্য্য রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, হিন্দু ও মুসলমান জাতির জীবনী শক্তির ধ্বংশ হইয়াছে, আমাদের উন্নতির মূলে ইহা আঘাত করিয়াছে। পোলিস আমাদের আত্মীয় নহে, ইহাদের পতনে দেশের মঙ্গল, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ। সুতরাং পোলিসকে শাসন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এ রূপ শাসনে সুদ্ধ দেশের মঙ্গল নহে পোলিসে যে সমুদয় ভদ্র লোক প্রবেশ করিয়াছেন তাহাদেরও মঙ্গল। গবর্ণমেণ্ট পোলিসকে বদমাইস ধরিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন, শান্তি রক্ষার নিমিত্ত নহে এবং যে গতিকে হয় যে অধিক বদমাইস ধরিতে পারে সে গবর্ণমেণ্টের অধিক প্রিয় হয়। এই নিমিত্ত ধর্ম্মভীত ও প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি পোলিসে গিয়া অপদস্থ হন, যে নিষ্পীড়ন দ্বারা অধিক লোককে কারাগারে প্রবেশ করাইতে পারে, অধিক লোককে সংসারের কষ্ট সাগরে নিঃক্ষেপ করিতে পারে, যে অধিক লোককে ফাঁসীকাটে ঝুলাইতে পারে সেই গবর্ণমেণ্টের অধিক প্রিয় হয়, পোলিস সুপারণ্টেণ্ডেণ্ট তাহারই যাহাতে পদ বৃদ্ধি হয় তাহার যত্ন করেন। এই নিমিত্ত যাহার জিঘাংসা বৃত্তি প্রবল, যাহার শরীরে দয়ার লেশ নাই যে অনায়াসে নিরাপরাধী ব্যক্তিকে নরহত্যা অপরাধে চালান দিতে পারে অনেক স্থলে তাহারই পোলিস বিভাগে শ্রীবৃদ্ধি। ষ্টিবিন্স সাহেবের মকদ্দমায় যেরূপ আজ্ঞা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট যদি যে মকদ্দমায় পোলিসের এই রূপ অত্যাচার প্রকাশ হইবে তাহাতেই এই রূপ তদারকের হুকুম দেন তাহা হইলে পোলীসের অত্যাচার ক্রমে কমিয়া আসিবে। তাহা হইলে যোগ্য ও ধর্ম্মভীত ব্যক্তিদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং পোলিস কর্ত্তৃক দেশের অনিষ্ট হইবে না বরং মঙ্গল হইবে। গবর্ণমেণ্ট যখন ষ্টিবিন্স সাহেবের মকর্দ্দমায় পোলিসের কার্য্য অনুসন্ধান করিতে হুকুম দিয়াছেন তখন আবার যখন ইহারা কোন অত্যাচার করিবে তখন যদি আমরা তাহার তদারকের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি তাহা হইলে কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। এবং এইরূপ যদি পদে পদে পোলিসকে শাসন করা যায় তাহা হইলে পোলিস কর্ম্মচারিরা সতর্ক হইয়া কাজ করিবে, তাহারা আপনার পদোন্নতির দিকে দৃষ্টি করিবে না দেশের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি করিবে। পোলিস গবর্ণমেণ্টের হাজারই প্রিয় হউক তাহাদের এত দোষ যে গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের শাসন প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজাকে শাসন করা। গবর্ণমেণ্টকে ভীষণ মূর্ত্তি ধরাইয়া প্রজাকে শাসন করিবেন তাহার এই অভিসন্ধি ছিল। তিনি এই নিমিত্ত পোলিসের কোন অপরাধ দেখিতেন না। এই নিমিত্ত তিনি নিমচাঁদকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু তিনিও গত বৎসরের রিপোর্টে পুলিসের দোষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত বৎসর রিপোর্টে তিনি লিখিয়াছেন যে ৮৮৮২১ জন আসামী পোলিস কর্ত্তৃক চালান করা হয় ইহার ৩২১৬৩ আসামী বিচারে খালাস পায়। গত বৎসর পোলিস খুনি মকর্দ্দমায় ১১০০ আসামী চালান দেয় ইহার ৩২৮ জন কেবল শাস্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে পোলিসের উপর লোকের আস্থা নাই, এবং পোলিস কর্ম্মচারীরা লোককে নিষ্পীড়ন করে, এবং অন্যান্য নানা দোষে দোষী। তবে তিনি তাহাদের সাফাই করিবার যত্ন করিয়াছেন। যাহা হউক ইহা দ্বারা এটি সিদ্ধান্ত করা যায় যে গবর্ণমেণ্ট মন মনে পোলিসের দোষের বিষয় অবগত আছেন। আবার ষ্টিবিন্স সাহেবের মকর্দ্দমায় পোলিসের তদারক অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত হুকুম দিয়াছেন। এখন পোলিসে যদি কাহার উপর কোন রূপ অত্যাচার করে তাহা হইলে আমরা অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিব। দেশের মধ্যে বৎসর২ এই রূপ সহস্র২ অত্যাচার পোলিস কর্ত্তৃক হয় এবং আমরা ভরসা করি দেশীয় লোকেরা ইহা আর চুপ করিয়া সহ্য করিবেন না। সম্প্রতি রাণাঘাট মহকুমায় একটি ভদ্র লোক হত্যা অপরাধে পোলিস কর্ত্তৃক চালান হন, কিন্তু কৃষ্ণনগরের সেসন জজ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহার অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা উচিত যে ইহার তদারক হয় যে কেন তিনি নিরর্থক এই রূপ ভয়ানক বিপদে নিঃক্ষিপ্ত হন। সাধারণী পত্রিকায় এই রূপ একটী অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হয়, রাণাঘাটের আসামকে জজ সাহেব ছাড়িয়া দেন কিন্তু সাধারণী যাহার কথা লিখিয়াছেন তাহার ফাঁসীর হুকুম হয় এবং হাইকোর্টের জজেরা তাহাকে মুক্তি দেন। ইহার উপরের প্রতি যদি প্রকৃত অত্যাচার হইয়া থাকে তবে তাহারা গবর্ণমেণ্টে অবিলম্বে আবেদন করুন। তাহাদের এই দরখাস্তে সুদ্ধ তাহাদের নিজের মঙ্গল হইবে না, তাহারা দেশের মঙ্গল করিবেন। তাহারা দেশীয় লোকের নাম স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত করিতে চান তাহাও অনায়াসে হইতে পারে। সাধারণী যে ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন তাহার বাটী খনিয়াখালির অন্তর্গত বাঁকড়া বুলী গ্রামে, তাহার নাম উমাচরণ চক্রবর্ত্তী, মাতৃ হত্যা অপরাধে হুগলির সেসন জজ তাহাকে ফাসীর হুকুম দেন। হাইকোর্টে তিনি খালাস হইয়াছেন। ষ্টিবিন্স সাহেবের মকর্দ্দমায় তিনি কেবল সেসনে সোপোর্দ্দ হইয়াছিলেন কিন্তু উমাচরণ প্রায় ফাঁসী কাটে ঝুলিয়াছিলেন। এ ভয়ানক অবিচার এবং এ রূপ মকর্দ্দমার তদারকের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে সহস্র ব্যক্তি ইহাতে নাম স্বাক্ষর করিবে। গবর্ণমেণ্ট ইহা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। উমাচরণ বাবুর নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা উচিত নহে। তিনি দেখিলেন ত নির্দোষী ব্যক্তির ফাঁসী হয়, যদি পোলিস ও হাকিম দিগের অনুগ্রহ থাকে তবে আবার তাহার ফাসীর হুকুম হওয়ার বিচিত্র কি? ফল দেশীয় লোকেরা যদি প্রতিজ্ঞারূঢ় হন এবং পদে২ কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগকে পোলিসের অত্যাচারে কথা জানান তাহা হইলে ইহা দ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে। পল্লি গ্রামে নির্ধন ও অক্ষম ব্যক্তির উপরই পোলিস প্রায় অত্যাচার করে। এ সমুদয় ব্যক্তির পোলিসের বিরুদ্ধে কোন রূপ দরখাস্ত করিতে সাহস কি সঙ্গতি হইবে না। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা দেশের মধ্যে এখন এ রূপ অনেক লোক আছেন যাহারা আহ্লাদের সহিত তাহাদের সাহায্য করিবেন। অনেক গুলি জেলায় এখন সভা হইয়াছে, যদিও তাহার অনেক গুলির আপাততঃ অস্তিত্ব নাই তথাচ যদি এই রূপ সমুদয় অত্যাচারের বিষয় তাহাদের কর্ণ গোচর হয় তাহা হইলে তাহারা আবার সজীব হইবেন।

পরমেশ্বর কবে কারাবাসীদিগের প্রতি কৃপা-নেত্রপাত করিবেন কবে কারাবাসীদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত এ দেশে হাওয়ার্ডের ন্যায় কোন মহাপুরুষের জন্ম গ্রহণ হইবে? সম্প্রতি হাজারিবাগ জেলে একটী নরহত্যা ও ফাঁসী হইতে হইতে রক্ষা হইয়াছে এক জন গোরা সৈন্য সৈনিক বিভাগ সংক্রান্ত কি অপরাধ করে। তাহার এই নিমিত্ত কোর্ট মার্শাল বিচারে ৫ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হয়। হাজারিবাগ জেলে কুনি নামক একজন ফিরিঙ্গি কয়াদি আছে। সে এক দিন উপরি উক্ত কয়াদি যে ঘরে থাকে সেখানে কি কার্য্যোপলক্ষে প্রবেশ করে এবং সেখানে গিয়া কয়াদির কোন কোন ত্রুটীর বিষয় উল্লেখ করে। কয়াদি এই নিমিত্ত কুনির বিরুদ্ধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট অভিযোগ করিয়া বলে যে সে কেন তাহার ঘরে যায়। জেল আইন অনুসারে এটি বিয়াদবি হয় এবং এই নিমিত্ত কয়াদির অভিযোগের ত কোন বিচারই হইল না, বরং এই অপরাধে তাহার প্রতি পেনেল ডাএট ও সেলে রুদ্ধ থাকার হুকুম হইল। জেলে সচরাচর যে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় তাহাই মনে অনুভব করিলে রোমাঞ্চ হয়। জেল খানার কয়াদিরা কোন অপরাধ করিলে এই দণ্ডে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ সন্তুষ্ট হন না, তাহাদিগকে আরো কঠোর শাস্তির নিমিত্ত পেনেল ডাএট অর্থাৎ অপরাধিগণের আহার বন্ধ ও সেলে অর্থাৎ প্রায় অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হয়, সুতরাং এই দুটী যে ভয়ানক শাস্তি তাহা অনায়াসে অনুভব করা যায়। তাহাকে শুদ্ধ এই শাস্তি দেওয়া হয় না, সে যে কুনির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সেই আবার তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেলে লইয়া যাইবে হুকুম হয়। কয়াদি প্রকাশ করে যে, কুনি পথে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এবং ভয় দেখায় এবং সেলের নিকট উপস্থিত হইলে সেখানে যে এক জন মেথর কাজ করিতেছিল কুনি তাহাকে বিদায় করিয়া কয়েদীর হাতে ঐ মেথরের ঝাটা দিয়া মেথরের কাজ করিতে বলে। কয়াদি সৈনিক পুরুষ ভারি অভিমানী, সে সৈনিক বিভাগের কঠোর শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া এই শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এই কথা শুনিয়া সুতরাং লজ্জা ঘৃণা ও অপমানে সে চারি দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এই রূপ অপমানিত হইয়া সে সেলে প্রবেশ করে এবং কুনি বলে যে সে সেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে ময়দা ভাঙ্গা জাঁতা ছিল তাহা হইতে এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া তাহাকে খুন করিবার উদ্দেশে আক্রমণ করে। কুনি ইহার নামে ইহাই বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে এবং হয় ত এত দিন এই দুর্ভাগা দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। হাজারিবাগ জেল ইংরাজদিগের নিমিত্ত নির্ম্মিত। সেটী যে অতি উৎকৃষ্ট স্থান এবং সেখানে যে কয়েদিরা অপেক্ষাকৃত উত্তমাবস্থায় থাকে তাহা বলা বাহুল্য। আবার উপরিউক্ত কয়াদি এক জন গোরা সৈন্য, কর্ম্মচারী একজন কালা ফিরিঙ্গি, সুতরাং সে ইচ্ছা করিলেও তাহার প্রতি অনায়াসে কোন অত্যাচার করিতে তাহার ক্ষমতা হয় না। কয়াদির স্বভাব উগ্র নহে, প্রত্যুত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাক্ষ্য দিয়া বলেন যে ইহার স্বভাব চরিত্র উত্তম। সে পূর্ব্বে লেখাপড়া জানিত না, কিন্তু জেলে অল্প দিনের মধ্যে এক রূপ লেখা পড়া শিখিয়াছে এবং ইহা স্বত্বেও জেলের এরূপ কঠোর শাসন যে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া যাহাতে ফাঁসী হইবে এরূপ অপরাধ করিতে সে উদ্যত হয়। এই ঘটনা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায় যে এদেশীয় কয়েদিরা কিরূপ যন্ত্রণা সহ্য করে এবং চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত কারাগারে নিঃক্ষেপ করিয়া মনুষ্যদিগকে কিরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক দুষ্কর্ম্ম করিতে বাধ্য করা হয়। আমরা শুনিলাম জেলের ইনেস্পেকটর জেনারেল হিলি সাহেব, স্যানিটরি কমিশনার ২৪ পরগণার সিবিল সরজন প্রভৃতি কয়েক জন জেলে গত বৎসর কেন মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে আগামী মাসের প্রথমে বেহার গমন করিবেন। পরমেশ্বর করেন যেন তাহাদের হৃদয়ে বন্দীদিগের দুরবস্থা কষ্ট প্রভৃতির জন্য দয়ার উদ্রেক হয়।

যাকুব খাঁকে আবদ্ধ করায় প্রকৃতই গবর্ণর জেনারেল আমিরকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র সম্ভবতঃ মাসাবধি সেখানে প্রেরিত হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত আমির তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। কাবুলের যে সমুদয় সম্বাদ মধ্যে২ প্রকাশ হইতেছে তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই পত্রে আমিরকে তত ভয় প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কারণ তাহা হইলে আমির অন্ততঃ আপাতত হিরাট অধিকার করিতে ক্ষান্ত হইতেন। আমির যদি প্রকৃত গবর্ণজেনারেলের পত্রের কোন উত্তর প্রদান না করেন তবে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য এবিষয় অদ্যাপি কিছু স্থির হয় নাই। আমরা বৎসর বৎসর আমিরকে কিছু টাকা প্রদান করিয়া থাকি। ইহা অনায়াসে বন্দ করা যাইতে পারে। কিন্তু এটাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য যে আমির অবাধ্য না হন। আমাদের স্কন্ধের উপর প্রকাণ্ড শত্রু এবং আমির একটু সহায় হইলেই রুশিয়গণ অবলম্বে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এরূপ অবস্থায় আমরা কি সাহসে সহসা তাহাকে শত্রু করি। আমির যখন যাকুব খাঁকে বন্দী করিয়াছেন, যখন যাকুব খাঁ একেবারে স্পষ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে তাহাদের পিতা পুত্রে মিলন হইবে না তখন তিনি এ সর্প ঘাঁটাইয়া ছাড়িতে পারিবেন না। তিনি তাহাকে ইংরাজদিগের উত্তেজনায় ছাড়িয়া দিলে তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের নিকট কিছু হেয় হইবেন। কাবুল ইংরাজ জাতি প্রিয় নহেন, অন্ততঃ আঙ্গুর বেদানা বিক্রেতা কাবুলিরা এই রূপ বলিয়া থাকে। সেখানে আমির ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হইলে তাহার প্রজাদিগের উপর আপাতত তাহার যে আধিপত্য আছে তাহার অনেক লাঘব হইতে পারে। আবার যাকুব খাঁ বিক্রমশালী। যে পরিমাণে আমির অপদস্থ হইবেন সেই পরিমাণে যাকুবের আধিপত্য বৃদ্ধি হইবে। এতদ্ভিন্ন আমিরের প্রেমের শাসন। তিনি ইংরাজদিগের সঙ্গে বিবাদের ভয়ে সকল রকম বাধা উলংঘন করিতে পারেন কিন্তু প্রেমের শাসন উলংঘন করা তাহার পক্ষে সম্ভবতঃ এক রূপ অসাধ্য হইবে। এরূপ অবস্থায় তিনি যে আমাদের গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন আমরা সে আশা করি না। আবার এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাকে যেরূপ সোহাগ দিয়াছেন তাহাতে তাহার হয় ত দৃঢ় বিশ্বাস যে গবর্ণর জেনারেল যতই তাড়না করুন তিনি ইংরাজদিগের হাতে নহেন তাঁহার হাতেই ইংরাজেরা। হয় ত এই পত্র পাইয়া আমির রুশীয় রাজপুরুষদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছেন। আবার ইহাও হইতে পারে তিনি হিরাট অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, উহা অধিকার করিয়া পরে যাকুব খাঁকে ছাড়িয়া দিবেন। হিরাট যত দিন অধিকার না হইতেছে তত দিন পত্রের কোন উত্তর দিতেছেন না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে লিখিয়াছেন, কি করা না করা সেখান হইতে সাব্যস্ত হইবে। আমির তাহার প্রিয় পুত্র আবদুল্লা জানকে হিরাটে না পাঠাইয়া জালালাবাদে প্রেরণ করিয়াছেন। জালালাবাদে যে সমুদয় কাবুলী জাতি অবস্থিতি করে তাহারা যাকুব খাঁর পক্ষীয় এবং পাছে তাহারা বিদ্রোহী হয় এই ভয়ে আবদুল্লা জান সেখানে যাইতেছেন। আমির আজ্ঞা দিয়াছেন যে হিরাট হইতে যে সম্বাদ কাবুলে আইসে তাহা যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়। হিরাটের বিষয় লইয়া যদি কেহ কোন কথা কহে তবে তিনি তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, গর্জ্জন তৈল কুষ্ঠ রোগের বিশেষ উপকারক এবং যাহাতে ইহা বহুলরূপে পরীক্ষিত হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্ট করিতেছেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গর্জ্জন তৈলের বিস্তর গাছ আছে এবং পোর্ট ব্লেয়ারের মেডিকাল আফিসর ডাক্তার ডাউগান প্রথম এই ঔষধটি বাহির করেন। তিনি পূর্ব্বে নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গর্জ্জন তৈল ব্যবহার করিতেন, কিন্তু এখন তিনি চুনের জলের সহিত উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার চিকিৎসা প্রণালী এই রূপ। প্রত্যূষে রোগীকে ধৌত ও শুষ্ক মৃত্তিকা চূর্ণ দ্বারা তাহাকে পরিষ্কার করান হয়। তৎপর চারি ড্রাম চূণের জল মিশ্রিত গর্জ্জন তৈল সেবন করিতে দেওয়া হয় এবং গর্জ্জন তৈলের মলম দ্বারা তাহার শরীর মার্জ্জিশ করা হয়। বিকালেও রোগীকে ঐ রূপ সেবন ও মলম মালিশ করিতে দেওয়া হয়। অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত মালিশ করা কর্ত্তব্য। চূণের জল মিশ্রিত গর্জ্জন তৈল সেবন করিতে বিস্বাদ লাগেনা। প্রথম উহা সেবনে উদরের কোন রূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, কিন্তু ক্রমশঃ যখন মাত্রা বাড়ান যায় এবং প্রতিদিন এ বেলা এক ড্রাম ও বেলা এক ড্রাম এই রূপ সেবন করা যায় তখন ক্ষুধার বিলক্ষণ উদ্রেক হয় এবং কোষ্ঠও বেশ পরিষ্কার হয়।

কলিকাতায় আর এক খানি দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা বাহির হইতেছে। ইহার নাম ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্‌ম্যান। আগামী ১লা জানুয়ারিতে ইহার প্রথম খণ্ড বাহির হইবে। ইহার প্রতি খণ্ড এক আনায় বিক্রীত হইবে, সুতরাং এ খানির মূল্য অত্যন্ত সুলভ। নূতন পত্রিকা খানি এক জন প্রধান ইংরেজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে এবং ইহার অধ্যক্ষগণও ধনশালী ইংরেজ, সুতরাং এ কাগজ খানি সম্ভবতঃ সত্বর গণ্য মান্য হইয়া উঠিবে। এ পত্রিকা খানি যদি থাকিয়া যায় তাহা হইলে মিররের কিছু বিপদ। সম্ভবতঃ অনেক বাঙ্গালী মিরার ছাড়িয়া এই পত্রিকা খানি লইবেন। কিন্তু মিররের যত দোষই থাকুক, এ খানি এ দেশীয়দের পত্রিকা, সুতরাং যে সকল বাঙ্গালীরা মিরার ছাড়িবার সংকল্প করেন তাঁহারা এটি বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিবেন। আর আমরা ভরসা করি, মিরারও এখন একটু সতর্ক হইয়া লিখিবেন।

পাওনিয়ারের সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে কলিকাতায় যে দুইটী বালক প্রশ্ন চুরি করে তাহাদিগকে চারি মাসের কারাবাসের আজ্ঞা না দিয়া বেত মারিয়া ছাড়িয়া দিলে ভাল হইত, কারণ তাহারা চারি মাস কারাগৃহে অবস্থিতি করিলে তাহাদের চরিত্র সংশোধন হবে না, বরং তাহারা পাকা বদমায়েস হইয়া বাহির হইবে। অনেক বড় বড় ইংরাজদিগের যখন এই বিশ্বাস তখন কেন যে জেলের সংস্কার হয় না তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা।

THE GREAT NATIONAL THEATRE.

BEADON STREET PAVILION No. 6

COME CRITICS AND LOVERS OF THEATRE

GRAND OPENING NIGHT.

THE FALL OF BENGAL.

বঙ্গের সুখাবসান।

Saturday, the 26th December, 1874.

Play to Commence at 8 P. M.

BHOOBUN MOHUN NEUGY,

Proprietor.

NOTICE.

COLLEGE REUNION.

With a view to gather together at a friendly meeting in the capital the alumni of the old States Colleges of Bengal it is proposed to hold annually a College Reunion. The first meeting for this purpose will be held at the well-known suburban villa of Raja Joteendra Mohun Tagore Bahadur, the "Emerald Bower." in Simlhi, on the 1st day of January next. It will commence at 11 A. M. and continue till 8 P. M. The programme will consist of conversations on social, literary, and scientific topics, readings from Bengali poems, games, music &c. None but subscribers will be admitted. Refreshments will be provided without additional charge. Subscription-books will lie at the rooms of the British Indian Association, at the Sanscrit College, and at the offices of the *Hindoo Patriot*, *Amrita Bazar Patrika*, *Bengali*, and *Indian Mirror* newspapers. The minimum rate of subscription is limited to Rs. 2 per head. The under-mentioned gentlemen form the Committee of Management with the undersigned as Honorary Secretary and Treasurer.

Baboo Juggadishnauth Roy,
" Peary Churn Sirbadhikarry,
" Prosunno Coomar Sircar,
" Rajnarain Bose,
" Gour Doss Bysack,

SHOURENDRA MOHUN TAGORE.

Honor. Secy. and Treasurer

☞Subscriptions may be forwarded to any of the above named gentlemen.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—FRIDAY, December 24, 1874.

We beg to draw the attention of old collegians to an advertizement at the top announcing a "Reunion" at Raja Joteendra Mohun Tagore's Emerald Bower on the 1st of January. We hope there will be a grand gathering from all parts of the Empire. Alas, how many of the best and noblest have gone to the bourne from which no traveller returns!

MR. LELY's paper has again brought the subject of the native press into prominent notice. The *Pioneer* says without reserve that the time has come for dealing with the question of unlimited freedom for the native press by a bold, broad and comprehensive measure. Which means in other words that the time has come when the native press should be gagged. The *Englishman* has tried to write temperately on the subject and we think would have succeeded if the subject had been any other than the native press. The writer says:- If the *Amrita Bazar Patrika* says that all Englishmen are false and cruel at heart or that a native has no chance against an Englishman in Courts of Justice presided over by English Officers, no simple statement of facts that a Government organ can make, will suffice to convince native readers, *whose own experience does not convince them*, that the *Amrita Bazar Patrika* was uttering a malicious falsehood.' Not that we ever made such statements, the honest and insinuating Editor was only indulging in a series of suppositions. Suppose we follow in the wake of the leading Journal and make supposition that "if the *Englishman* were to make a malicious and false statement against the native press, knowing it to be false, would that in way lower the prestige and mar the usefulness of the native press?" The *Englishman* in the fulness of his heart applies the following epithets, (we have alphabetically arranged them) to the native press. He calls them "despicable," "false" "malicious" "mischievous" "miserable" "nonsensical" "vile" "virulent" and "worthless." If they are really so bad they will die out of themselves without any effort being necessary to check them and disapproves them all. We can however suggest a remedy and we recommend it to those who do not know what to do with the native press. It will appear that we have italicized a line in the quotation from the *Englishman*. Well, we cordially agree with our contemporary that let the people's "own experience convince them" that what the native press says is only "malicious falsehood.' This is the healthiest and the best method that we can suggest. Let the Government officers by their action prove to the people that what the native papers utter are only malicious falsehoods, and then the native papers will die of inanition. We are sending the substance of the leading native papers to England and a higher tribunal shall Judge whether the native press or their opponents utter malicious falsehoods when the latter decry so violently against the former.

THANKSGIVING TO GOVERMENT.—The members of the British Indian Association have resolved to thank Government for their endeavors to afford relief to the famine stricken people of Bengal. This step has given us some concern, as we are not sure whether it is well timed and whether it is wise. We clearly see that the movement has its advantages and disadvantages, but we are not certain, whether the advantage will be great if the thank be offered now. If is true that in matters of feeling such calculations do not find place, but a formal thank is not so much a matter of feeling as of policy. That both Lord Northbrook and Sir Richard have done their duty nobly and have excited the feeling of gratitude intensely in us there is no doubt. If Lord Northbrook is more wise, Sir Richard labored incessantly for the last eight months so that few men in India could have undergone the fatigue that he did under a burning sun and the weight of multifarious other duties. Then again to thank Lord Northbrook is a pleasing duty altogether; he has on so many occasions come to rescue us either from a tax-loving Governor or a mad Political Agent, that it is a shame we did not thank him formally at least half a dozen times before. If we could thank any Governor General after Lord Canning sincerely that man is Lord Norhbrook. Sir Richard is affable, courteous and condescending, and though he has not shewn as yet any administrative ability, his heart is good and he means well. And he wins the heart of his visitors by his manners. So considering the personnel of the two Governments of India and Bengal it will not be a disagreeable task for the nation to offer them thanks. Cheerfully admitting then that both the Governors are popular and to thank them is an agreeable duty and not a disagreeable task, let us see how this step will affect our nation.

The great defect in the constitution of our Government is that its strength comes from outside. In other countries of the world, the people and the Government impart strength to each other. A strong Government makes a strong people and *vise versa*. But just look how unfortunate India fares in this respect. Here a strong Government weakens the people and the reason is plain. The Government does not depend upon the people for its strength. It considers the people to be rather a source of weakness than of strength and this fundamental defect in the constitution of our Government is the root of all our mischief. It will be a happy day for India when its Government shall seek its strength from the people. There was a time when such a thing actually happened. It was after the indigo crisis was over. Blessed be the olden indigo planters of Bengal! it was they who first gave, though unconsciously and sorely against their will, the liberty to the yeomanry of Bengal and created a native public opinion in the country. They goaded by their frightful oppressions the ryots to rise in a body and taught them the value of political agitation. The powerful indigo planters then raised a clamour against the Governments of Bengal, India and Home. Sir Charles Wood (now Lord Halifax) was then State Secretary and felt a little unstable in his seat. The powerful clique raised such a howl against him that he was in some need of support. That support came, and it came from India! That act raised our power and it raised our nation. It was demonstrated to our Rulers for the first time that it was some gain to win the hearts of the people. Another occassion arose soon after when Sir Cecil Beadon, that best of men and best of Governors first came to grief. He was assailed on all sides and during his misfortune the natives of Bengal came to his rescue. It was thus clearly demonstrated that the good opinion of the people was worth securing. It enhanced the natives of Bengal in the estimation of our Rulers and the germ of a cordial feeling between the two races was first created But then came

like a cyclone blew away the little plant carefully nourished by its predecessors. The cyclone blew nobody good. It widened breach and the whole country was on the verge of disaffection. The existence of a wide spread and sullen discontent was admitted and it was resolved to send a Viceroy willing and able to allay that discontent. If Lord Mayo had lived, he too would have at last found the necessity of seeking support from the people whom he came to govern. This fact was also known when too late by Sir George Campbell. Public opinion even in prostrate Bengal became too strong for him and he was obliged to hasten his departure from the country. Lord Northbrook is serenely secure in his position, for he is too strong in his people. A powerful clique may assail him but he knows the whole Indian population will then come to his resque. And this strength of Lord Northbrook comes from the people.

It is useless to deny that there are two opinions on the subject of the late famine. There are some who think that there was no famine at all, but there is one opinion as regards the useless waste of a large amount of public money. Even the *Hindoo Patriot* and the *Indian Daily N* admit it, though they did a great deal of ha by their persistence in misleading people. Already there is a speck of clamour in the horizon and people both here and in England are loudly condemning the enormous waste of public money, and the probability is that this speck in spite of well written reports, and formal thanks will gradually assume a threatening aspect. The only favorable circumstance that may check the growth of this clamour is that the money wasted was ours and not of English tax payers, but yet we fear the clamour will gradually increase and we already see symptoms of it in half suppressed sentiments both in English and Indian Newspapers. If the clamour increases, and we fear it will surely increase as we distance the date of the famine, will not then a formal thank be much more acceptable to our rulers than it will be now? Now if we offer our thanks, the Government if not supremely indifferent, may very well dispense with them. But a time is sure to come when the Government will seek our thanks with avidity and then it shall be in our power, to support and strengthen the Government. Such occasions do not often come, and if we have thrown a large amount of our money into water, let us do our best, like a wise people, not to dance at every breath but to utilize the money we have lost. If we can convince Govern that we, the despised, can support them in hour of need, then we shall be better taken care of.

Then there is another point which we must not omit to notice. It is no use concealing that which is talked about in every parlour. We have said that there are many people who doubt that there was any famine at all. But this is altogether a doubful question and we shall give the benefit of the doubt to those who nobly worked to feed the hungry. It is very difficult to determine whether there was any famine, for though no people died of starvation, Government might very reasonably urge that it was because they crushed the famine by their endeavours. So we shall for arguments sake give the benefit of the doubt to Government that there was famine within a small circumscribed tract. It is no argument to say, that famine or no famine Government was inspired by the noblest of feelings, and we should therefore excuse its blunders. We do not excuse a man who commits murder with the best of intentions. We do not excuse a minister who does incalculable misc by a measure which he thought would be beneficial. So we cannot excuse Govern because its intention was good, for sacrificing 6 millions of public money and almost an equal sum of private money. But we shall admit that there was a great deal of distress in certain quarters and Government help was needed to feed the people. There is no two opinion however on the subject of enormous waste; that is admitted by all. For this waste Governm deserves no thanks especially when consider how this waste was brought ab It was solely owing to the appointment of E peans, selected mostly from the very lowe class, to conduct relief measure. Natives were studiously excluded from that service; loafers of no position, no education and no principle were poured in from all quarters of the Empire and entrusted with large sums of money. It was very ungerous of the *Hindoo Patriot* to accuse the absent Governor Sir George Campb of making these appointments, and exoner Sir Richard Temple the present Governor fr all blame, while the fact is, Sir George urged upon Sir Richard to make use of native agency but His Honor, no doubt inspired by Mr. Bayley obstinately refused to do that. Subsequently

অতিরিক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা।

৭ম ভাগ { কলিকাতা— ১০ই পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ২৪এ ডিসেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ৪৬ সং ।।

১০ই পৌষ ১২৮১ সাল।

উদ্ধৃত

মুসলমান ধর্ম্মের সাঙ্গ্রামিক ভাব।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিক হইতে।)

পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য সংস্থাপন করাই আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে অহিংসা, ন্যায়, ক্ষমা, দয়া মনুষ্যগণ মধ্যে বিরাজ করে, এইটি আমাদিগের শাস্ত্রকারদিগের পরম লক্ষ্য ছিল। এই শান্তির ভাবটি হিন্দু ধর্ম্মে নিহিত আছে বলিয়াই, হিন্দুগণ কখনই অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে বলপূর্ব্বক আপন ধর্ম্মে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যুত সকল ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে উদার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধিক কি মুসলমানদিগের ধর্ম্ম মধ্যেও যে রূপ যুদ্ধের প্রধান্য, আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও সেই রূপ শান্তির প্রধান্য জাজ্বল্যতররূপে উপলব্ধি হয়। শান্তি যে রূপ হিন্দু ধর্ম্মের, যুদ্ধ সেই রূপ মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূল ভাব। হিন্দু ধর্ম্মের মূলে যে রূপ স্বয়ং শান্ত স্বরূপ ব্রহ্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূলে সেই রূপ যুদ্ধ-প্রিয় মহম্মদ।

ভক্ত মুসলমানদিগের চক্ষে, মহম্মদই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান এই উভয় জগতের বন্ধন স্বরূপ সংযোগ স্থল। তিনিই ঈশ্বর প্রেরিত দূত—তাঁহার প্রতি এই ভার যে তিনি মানবগণকে মুক্তির পথে, কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইবেন; অধিক কি পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জয়-যুক্ত করিবার জন্যই তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। মহম্মদ স্বয়ংই বলিয়াছেন "আদম-পুত্রদিগের আমিই প্রভু" "আদম ও তাহার বংশজাত তাবৎ মনুষ্যই আমার অধীনে সংগ্রাম করিবার নিমিত্তই হইয়াছে।" এই বচন গুলি দ্বারা মহম্মদ শুদ্ধ যে আপন দৌত্য কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে—পরন্তু যে এক মাত্র উপায়ে তিনি তাহা সম্পন্ন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহারও আভাষ দিয়াছেন।

মহম্মদীয় ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রথম পাদক্ষেপ করিবা মাত্রই অপর তাবৎ মানব জাতির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সংগ্রাম করা ভক্ত মুসলমানদিগের এক মাত্র কর্ত্তব্য হইল;—তাহাদিগের চক্ষে, জগৎ দুই অংশে বিভক্ত হইল—বিশ্বাসী ও নাস্তিক; এই নাস্তিকদিগকে মহম্মদের পতাকার ছায়াতলে আনয়ন করাই তাহাদিগের জীবনের মুখ্য কার্য্য হইল। বলিতে কি, সমস্ত কোরাণটিই যেন একটি সুদীর্ঘ যুদ্ধ চীৎকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক স্থলে উক্ত হইয়াছে "পুণ্য মাসচয় অতিবাহিত হইলে, যেখানে পাইবে, নাস্তিকদিগকে বধ করিবে, অন্তরাল হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে"। অন্যত্র—"ভক্তদিগকে ঈশ্বর স্বর্গে গ্রহণ করিবেন এই অঙ্গীকাররূপ মূল্যে তিনি তাহাদিগের জীবন ও স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। অতএব সাবধান! যাহা তোমাদিগের প্রকৃত লভ্যজনক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিও না এবং যাহা ক্ষতিজনক তাহা ইচ্ছা করিও না, যে হেতু ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ, ও তোমাদিগের বুদ্ধি অন্ধ ও সীমাবদ্ধ।"

অন্যত্র "যাহারা ঈশ্বরের জন্য হত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত জ্ঞান করিবে না; ঈশ্বরের সমক্ষে তাহারা জীবন্ত; তাহারা স্বীয় কর্ম্মানুরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে; যাহারা তাহাদিগের অনুগামী হইবে, সেই সকল ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষায় তাহারা উল্লাস করিতেছেন। যেখানে তাঁহারা অবস্থিতি করেন সেখান হইতে শোক ভয় বহু দূর।"

মহম্মদ আরও বলিয়াছেন; 'যাঁহার হস্তে আমার জীবন আমি তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে আমি যে শুদ্ধ মরিতে ইচ্ছা করি এমত নহে, যদি আমার তিনটা জীবনও থাকে, তাহা হইলেও আমি তাহা এই রূপে বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি।'

ওখদের যুদ্ধে, এক জন সৈনিক মহম্মদকে সম্বোধন করিয়া এই রূপ বলিয়াছিল 'হে মহাপুরুষ, আমি দেখিতেছি আমার মৃত্যু কাল সন্নিকট, আমার আত্মা শীঘ্র কোথায় যাইবে?' মহম্মদ উত্তর করিলেন 'স্বর্গে'—তাঁহার এই কথায় ঐ যোদ্ধা প্রমত্ত ভাবে সংগ্রাম মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিল—প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। একদা এই ওখদের যুদ্ধেই মহম্মদ এ রূপ বিপদ গ্রস্ত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। তিনি অকস্মাৎ শত্রুগণ কর্ত্তৃক এ রূপ আক্রান্ত, বেষ্টিত ও সর্ব্বাংশে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে পলায়নের আর কিছু মাত্র সম্ভাবনা ছিল না। আচর্য্য মহম্মদ, তাঁহার সহচরগণকে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈস্বরে বলিলেন 'স্বর্গে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তবে প্রস্তুত হও, তাহা আয়তনে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী উভয়কে অতিক্রম করে' এই কথায় আমির আল-ইমান বলিয়া উঠিলেন, 'জয় হোক্ জয় হোক্!'-মহম্মদ বলিলেন 'এ রূপ উল্লাস-ধ্বনি কিসের নিমিত্ত?' তিনি বলিলেন 'হে আচার্য্য! ঈশ্বর সাক্ষী আমি যে এ প্রকার জয় ধ্বনি করিলাম তাহা শুদ্ধ এই আশা ভরে—যে শীঘ্র আমি দিব্যধাম বাসীদিগের মধ্যে গণ্য হইব'—আচার্য্য উত্তর করিলেন। 'তুই এই মুহূর্ত্তে তাহাই হইলি'—ও আরও বলিলেন, 'যদি স্বর্গের খর্জ্জুর কুড়াইতে ইচ্ছা করিস তাহা হইলে অগ্রে তোর হাতে পৃথিবীর যে খর্জ্জুর আছে তাহা দূরে নিক্ষেপ কর 'আমিও এক দিন সেই খর্জ্জুর সংগ্রহ করিব, যাহা আমার জন্য সঞ্চিত আছে ও যাহা আমাকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করিবে' আমির বলিয়া উঠিলেন 'আপনি যথার্থ বলিতেছেন'—পরে, তাঁহার নিকটে যে খর্জ্জুর ছিল তাহা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বেগে সমর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ও যাবৎ আপনি সাংঘাতিক রূপে আহত না হইলেন তাবৎ তিনি যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই নিহত করিলেন।

আর এক দিন, মহম্মদ এই ওখদের যুদ্ধ দিবস উল্লেখ করিয়া এই রূপ বলেন; 'যৎকালে তোমাদিগের ভ্রাতৃগণ, ওখদের যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিল, ঈশ্বর তাহাদের আত্মাকে স্বর্গের মধ্য দেশে লইয়া গেলেন—সেই দেশ যেখান হইতে পুণ্য নদী সকল স্যন্দমান হইতেছে যেখানে সকল প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেখান হইতে তাহারা ঈশ্বর-মন্দির-লম্বমান স্বর্গীয় প্রদীপ সকল অবলোকন করিতেছে। কিন্তু যখনই তাহারা আপনাদিগের খাদ্য পানীয়ের মধুরতা, নির্ম্মলতা, শান্তি-নিকেতনের আনন্দ আস্বাদন করিল—তখনই বলিয়া উঠিল, আহা! আমাদের মধ্যে যদি এমন কাহাকে পাওয়া যায়, যে আমাদের ভ্রাতৃগণকে এই সংবাদটি দেয় যে আমরা স্বর্গে রহিয়াছি; যেখানে কষ্ট নাই, যুদ্ধ নাই, বিপদ নাই!' অতঃপর যাঁহার নাম অনন্ত কাল কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের প্রীতির অনুরোধে, তোমাদের ভ্রাতৃগণের নিকট আমি এই সংবাদ প্রদান করিব'; এই নিমিত্তই সেই মহান্ ঈশ্বর এই রূপ বলিয়াছেন যে যাহারা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে মৃত না মনে করিয়া, প্রত্যুত জীবন্তই মনে করিবে।"

মহম্মদ আরও বলিয়াছেন; "যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত যুদ্ধ করে নাই কিম্বা আপনার অর্থ দরিদ্রদিগের সহিত বিভাগ করে নাই অথবা এই দুই শুভ কর্ম্ম হইতে অন্যকে পরামর্শ দ্বারা বিরত করিয়াছে, সে একেবারে নরকাগ্নির মধ্যে নিপতিত হয়; শেষ বিচারের দিনে উপস্থিত হইবারও তাহার অপেক্ষা থাকে না।" "দুই প্রকার চক্ষু আছে, যাহা নরকাগ্নি কখন দগ্ধ করিতে পারে না; যে চক্ষু ঈশ্বরের ক্রোধ ধ্যান করিয়া অশ্রুপাত করে ও যাহা ঈশ্বরের যুদ্ধে মুদ্রিত হয়।" "যিনি ঈশ্বরের যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়েন, তিনি কখন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেন না প্রত্যুত যে রূপ অকস্মাৎ কোন সম্পদ লাভ হইলে মনের ভাব হয়, তৎকালে সেই রূপ তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে"; "যে কেহ ঈশ্বর-উদ্দেশে প্রাণ দান করে, সে মলিনত্বে পূর্ণ হইলেও তাহার শেষ দিনে নিশ্চয় সে মৃগনাভি স্বরূপ হইবে" "আর যে কেহ ঈশ্বরের উদ্দেশে যুদ্ধ করে নাই অথবা যুদ্ধ করিব এই রূপ মনেও করে নাই সে নিশ্চয় অন্তিম কালে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

অতএব দেখা যাইতেছে, যে মুসলমানদিগের চক্ষে, ঈশ্বর-উদ্দেশে যুদ্ধ করাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। ইহাই তাহাদিগের তাবৎ কার্য্যের নিয়ামক। মহম্মদ বলেন যে "পঞ্চাশৎ বৎসর মক্কায় তীর্থ দর্শন করা অপেক্ষা এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ করা অধিক পুণ্য কর্ম্ম' "মনুষ্য-মণ্ডলী মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে কর্ত্তব্য সাধন করে"—"সমস্ত মাস উপবাস প্রভৃতি কঠোর ব্রত পালন করা অপেক্ষা যে কেহ এক রাত্রি কাল এই ধর্ম্ম যুদ্ধে অশ্বারূঢ় থাকে, সে অধিক পুণ্যের কাজ করে, এবং যদি সে ঐ রাত্রের মধ্যে নিহত হয়, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ সফল হয়, এবং সে দুঃখ শোক সন্তাপ অতিক্রম করে।" 'যাহারা সপ্ততি বৎসর দেবালয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে, তদপেক্ষা যাহারা ঈশ্বরের যুদ্ধে যাত্রা করে, তাহারা অধিক পুণ্য সঞ্চয় করে।' 'যদি তুমি ঈশ্বরের ক্ষমা অভিলাষ কর এবং তোমার স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছা থাকে—তাহা হইলে—চল ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ কর, যে হেতু এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ যে কেহ একটি উষ্ট্রকেও কিঞ্চিন্মাত্রও আহত করিতে পারিবে—সে স্বর্গ প্রাপ্তির উপযুক্ত হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে মুসলমান ধর্ম্মের প্রথমাবধিই, যুদ্ধই ভক্ত মুসলমানদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মহম্মদ প্রথম এই যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমরোৎসাহ স্বাভাবতই কালক্রমে শীতল হইয়া গেল; মুসলমান পণ্ডিতেরা এই যুদ্ধ নিয়মটিকে তাহাদিগের সময়ের উপযোগী করিয়া লইলেন—তাঁহারা বলিলেন মুসলমানদিগের শুদ্ধ এক জন অবিশ্বাসীর সহিত যুদ্ধ করিলেই যথেষ্ট, তাহা হইলেই এই যুদ্ধ স্থায়ী বলিয়া গণনীয় হইতে পারিবে।

ধর্ম্ম বিষয়ে মুসলমান ও অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধই এক মাত্র সম্বন্ধ। মুসলমানেরা বলেন যে "প্রলয় কাল ভিন্ন এই যুদ্ধের শেষ নাই। ঈশ্বরের সত্য ধর্ম্ম ব্যতীত আর পৃথিবীর তাবৎ পদার্থই ধ্বংশ হইবে।"

রায় শেখর।

(জ্ঞানাঙ্কুর হইতে)

বঙ্গীয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়া, তাঁহার ডানি দিকে গোবিন্দ দাস আর বাম ভাগে আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের শিরোনামাধারী ব্যক্তিকে বসাইতে পারা যায়। গোবিন্দ দাসের ন্যায় ইনিও বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন—ইহাঁর অধিকাংশ রচনার প্রকৃতি বিদ্যাপতির কবিতার ন্যায়। তবে সকল স্থলে ভাবের গৌরব তত অধিক নহে। সে বিষয়ে বিদ্যাপতির প্রধান্য অনন্য-

ভাক্। তা বলিয়া যে রায়শেখর এক জন সামান্য কবি ছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার প্রকৃত কবিত্ব শক্তি ছিল। তাঁহার রচিত পদাবলী ব্রজবোলী ও বাঙ্গলা বিমিশ্র। কবিতা অনেক স্থলেই অত্যুৎকৃষ্ট। যেমন কবিতার নানা-বিধ অসাধারণ গুণ আছে, তেমনিই এক দোষও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চরম ভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সেইটি অতীব দূষ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। সে দোষ আদিরস-প্রাধান্য। আমরা কোন এক সাময়িক পত্রের একটি বিজ্ঞাপনীর কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের রচনা পুনর্মুদ্রাঙ্কনে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু বিজ্ঞাপনীতে তাঁহারা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা নাকি ঐ কবিগণের যে সকল কবিতা আধুনিক কৃতবিদ্য যুবক দলের মনে অশ্লীল বলিয়া বোধ হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রিত করিবেন। এরূপ অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমাদের মতামত আমরা গোবিন্দদাস প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বলিতে চাই, যে যদিও বৈষ্ণব কবিদিগের কোন২ কবিতা এক্ষণকার "ডেলিকেট"-রুচি বাঙ্গালী যুবকের অশ্লীল বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে বটে, তথাপি সেই কবিতা গুলিকে কখনই ইন্দ্রিয়-লালসার পরিপোষক বলা যাইতে পারে না। সুতরাং যদিও আধুনিক কোন লেখকের রচনাতে সেরূপ ভাব অসহ্য, অপাঠ্য, তথাপি বৈষ্ণব কবিদিগের সেই সকল রচনা প্রাচীন-কীর্ত্তি বলিয়া, অনিন্দনীয় ও মার্জ্জনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। প্রাচীন কবিদিগের রচনা যত সমগ্র ও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেননা সেই সকল কবিতা সুরক্ষিত হইলে, অনেক স্থলে অপকার অপেক্ষা, সমধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। যে সময়ে ঐ কবিগণ তাঁহাদেরগীত সকল রচনা করেন, সে সময়ের সামাজিক ইতিহাস অতীব বিরল। সুতরাং এরূপ অনেক কবিতা থাকিতে পারে, যাহা সামান্য দুই একটি কথার জন্য হয় ত অশ্লীল উপাধি পাইয়া পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু হয়ত সেই কবিতা পাঠে বিজ্ঞ মার্জ্জিতরুচি পাঠক সামাজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কৃত করিলেন। যে ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালী যুবক মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন সুবিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, যে শুদ্ধ রচনাগত বাক্য দ্বারা কোন বিষয় অশ্লীল হইতে পারে না; তাহা হইতে পাঠকের মন স্বতঃ যে রূপ ভাব সংগ্রহ করে, তাহারই উপর অধিক পরিমাণে দোষ গুণ নির্ভর করে। উদ্যান-কুসুমসমূহে মধু মক্ষিকা ও মাকড়সা উভয়েই বিচরণ করে; কিন্তু যে ফুল হইতে মধুমক্ষিকা মধু মাত্র সংগ্রহ করে, সেই ফুল হইতে মাকড়সা বিষ বই আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং রচনাগত অশ্লীলতা পাঠকের মন ও রুচির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। একেত প্রাচীন অনেক কবিতা লোপ পাইয়াছে, তাহাতে আবার যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহারও কিয়দংশ বাদ দিয়া যদি সেই মধুর কবিতা নিচয়ের নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হয়, তবে আর সেই সকল কবিতার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে না। আবার এরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যে অনেক সুরুচিপ্রবর্ত্তক মহাশয় অতি সামান্য একটা তুচ্ছ কথার জন্য, একটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা যে নিতান্ত গর্হিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ যত দূর সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে, তাহারই যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী ভক্ত; সুতরাং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি সেকসপীয়রের রচনা গুলির একটি মার্জ্জিত সংস্করণ (expunged edition) প্রকাশ হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই বা কি রূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের গুরু ইংরেজগণই বা কি রূপ পছন্দ করেন? অদ্যাপি সেকসপীয়রের রচনা সমূহের মধ্যে Venus and Adonis নামক ক্ষুদ্র কবিতাটী স্থান পাইয়াছে, আর ইংরাজী ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি মাত্রেই তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা কি আধুনিক বাঙ্গালী যুবকগণ বিস্মৃত হইয়াছেন? তবে যদি আধুনিক পদ সংগ্রহ কর্ত্তাগণ ঐ কবিতা সকলের টীকা লিখিয়া মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে না হয় যে অংশ অশ্লীল বোধে টীকা লিখিতে লজ্জা বোধ হইবে, তাহার টীকাই না লিখিবেন। ফল কোন কবিতাই লোপ না পায়—অথবা ভগ্ন পাদ না হয়, তাহারই বিধি মতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রায় শেখরের আর দুইটী নাম ছিল, চন্দ্র শেখর ও শশী শেখর। তন্মধ্যে শশী শেখর নামেই ইনি বিশেষ বিখ্যাত। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকর নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী পড়ানেতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বদা ঐ গ্রামের নিকটস্থ মাড়ো নামক গ্রামে বাস করিতেন। জাতি নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ; সুতরাং ইনি চৈতন্য দেবের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার সমকালে জগদানন্দ ঠাকুর নামক ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব জনৈক প্রসিদ্ধ পদরচয়িতা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বিরচিত অনেক পদ পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে দেখা যায়। এক্ষণে রায় শেখর কি রূপ কবিত্ব লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, তাঁহার রচিত কবিতানিচয়ের মধ্য হইতে নিম্নে যথেচ্ছা কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইল;—

রাধা কৃষ্ণের যুগল রূপ বর্ণন;—

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী জোর।
দোঁহার রূপের নাহিক উপমা,
প্রেমের নাহিক ওর॥ ধ্রু॥
আধশিরে শোভে ময়ূর মুকুট,
আধশিরে দোলে বেণী।
শিরীশ কুসুম ঝলমল করে,
ফণী যেন উগারল মণি।
এক শ্রবণে মকর কুণ্ডল,
এক রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয়,
আধ কপালে রবি॥
আধ পহিরণ হিরণ বিরণ,
আধ নীলমণি জ্যোতিঃ।
আধা গলে বন মালা বিরাজিত,
আধ গলে গজমোতি॥
সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন,
তরু লতা দোলে মন্দ বায়।
নিকুঞ্জ মন্দিরে রসের সায়র,
বাহিরে শেখর রায়॥

নিম্ন লিখিত গীতে কবি বয়ঃসন্ধি সময়ে রাধিকার অবস্থা বর্ণন করিতেছেন;

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদন কিতার পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥
কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইন্দ্রকে ক্ষীণ উর্দ্ধই অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরুণ প্রকট ফের ঊর্দ্ধকে নেল॥
চরণ-চঞ্চল-গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরয পদ তলে যাব॥
নব কবি শেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ, ভিন ব্যবহার॥

এহ গীতে সাপেক্ষ অনুরাগ ব্যক্ত হইতেছে;

কবহু রসিক সনে দরশন হোয় জনি,
দরশনে হোয়ে জনু হেলা।
লেহ দিচ্ছেদ জনি কাহুকে উপজয়ে,
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহা॥
সজনি দূরে কর ও পর সঙ্গ।
পাহিলহি উপজিতে প্রেমক অঙ্কুর,
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
যব্হু দৈব দোষ উপজয়ে প্রেমহি
রসিক সনে জনু হোয়।
কানু সে লেহ করি, অব এক
সবহুঁ শিখালয় মোয়॥
হেন ঔখদ, সখি, কাহুঁ না পাইয়ে,
জনু যৌবন জবলি যায়।
অসমঞ্জস রস সহিতে না পারিয়ে,
গায় কবি শেখর রায়॥

কৃষ্ণপ্রেমে-বিমোহিতা নবানুরাগিনী রাধিকাকে এই রূপে প্রণয় গোপন করিয়া রাখিবার উপদেশ কোন সখী দিতেছেন;—

শুন শুন বিনদিনী রাই।
তোরে পুন কহিয়ে বুঝাই॥
কানুক ভাবনা যব হোই।
হিয়া মাহা রাখবি গোই॥
কোন জন নখই ন পার।
বেকত করবি কুলাচার॥
কানু উয়ব হিয় মাহ।
আন ছলে বিছুরিবি তাহ॥
গুরু দুরু জন দুয়া পাপ।
দেখিলে দেয় বহু তাপ॥
থির করবি সদা চিত।
ঐ ছল কুলবতী রীত॥
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবি শেখর ভান॥

এরূপ উপদেশ পাইয়াও রাধিকা কৃষ্ণবিরহে উদ্বেগ সম্বরণ করিতে না পারায়, সখী কৃষ্ণ সমীপে রাধিকার শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিতেছেন;—

তুহু মনোমোহন, কি কহব তোয়।
মুগধিনী রহণী তোহারি লাগি রোয়॥
দিবা নিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়য়ে সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয়ে, তব রোয়॥
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাপে ততহি নাহি ভায়॥
কহ কবি শেখর তাকর উপায়।
রচই ত তবহি রজনী বহি যায়॥

যে রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে এতাদৃশ উদ্বিগ্না, তিনিই আবার এত মানিনী হইয়াছেন, যে কৃষ্ণ অক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন;—

সজনি, না বুঝিয়ে এ মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু, তাঁহি সজাগ॥
বচন হি নিজ করি না বোলয়ে রাই।
মুঞি জীবন বিনু না বোলাহ তাই॥
মঝু পরসঙ্গে সে নাহি দেই কাণ।
তাহা বিনু মঝু মুখ না ফুরয়ে আন॥
সমাধান চাহি, নহি হোয়ে সমাধান।
তেঁই আতিরেক হইয়ে পাঁচবাণ॥
শেখরে কহয়ে প্রিয় মন কর থির।
সহজই নাগরী ভাব গভীর॥

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী গীত সখি সম্বোধনে শ্রীরাধিকার উক্তি;—

কি পুছসি রে সখি কানুক সিনেহ।
এক জীউ, বিহি সে গঠল ভিন দেহ॥
কহলি কাহিনী পুছই কতবেরী।
কত সুখ পায়াই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনু দরশে পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে পাণি নাহি পীত॥
উরঃ বিনু শেষে পরশ নাহি পাই।
চিবহি বিনু তাম্বুল নাহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সভাষণে না রহে গেয়ান।
আন সনে কহিনী না সহে পরাণ॥
কহ কবি শেখর গুণ বরনারী।
তোহারি পরশ বিনু লুবধ মুরারি॥

INDIAN PUBLIC OPINION.

MR. GRANT DUFF.

(*From the Saptahik Samachar.*)

Mr. Grant Duff, the late Under-Secretary to the State of India, has come to visit our country. He was all-in-all during the administration of the Duke of Argyll. He intends to acquire a knowledge of Indian affairs. Mr. Grant Duff bears a bitter feeling towards the people of India. To him it matters very little whether his knowledge of India is correct or not, but the bare fact that he has personally witnessed the state of the people of India will strengthen his arm to fight with his opponents. Thus his knowledge without benefitting us will prove a source of mischief to India.

DACCA MUNICIPALITY.

(*From the Dacca Prokash.*)

We cannot understand why the application for municipal franchise from the people of Dacca has not been sanctioned by Government when the system is introduced in Serampore In comparison to Dacca, Serampore is a petty village. The population of the former is 70,000, and it is a great city where many schools and a college have been established from a long time. Very many educated men and high officials are to be found here. In fact, Serampore, compared te Dacca, dwindles into nothing. It is strange that Dacca, which is in every respect superior to Serampore, is not considered a fit place for the introduction of the system. It is evident that Mr. Cockrell has either no knowledge of Dacca or he was guided by the secret policy of Government.

THE FAMINE ADVANCES.

(*From the Hindoo Patriot.*)

"An Old Planter" of Bhaugulpore has raised in the columns of the *Englishman* a question of great practical importance in reference to the repayment of famine advances given to ryots. They are bound to repay the whole amount witho in one year, but are they in a position to do so. As the correspondent points out the price of Government rice during the scarcity was 12 seers per rupee, whereas it is now selling at the rate of 30 seers to the rupee. The ryots must sell nearly 2 maunds of rice in order to make up the rupee borrowed from Government. Now the first question is whether the ryots should be required to pay in money or in kind. Most of the ryots had been paid in corn, and it would be hard upon them if they were required to pay in money. The usage among the mahajuns in this country, who give advances to royts, is to receive payment in kind, and should the Government follow that usage or insist upon payment in money? It is patent that if the Government should require the ryots to make payment in money, then they would be absolutely ruined. The Government has done a noble work by lending a helping hand to the ryots in their distress during the late scarcity; it acted as their earthly providence, but we hope it will temper to the shorn lamb the wind of its policy for repayment of the advances. If the Government follows the example of the manajuns, and adopt the *bari* system by charging 50 per cent. as interest on the loans, provided the payment is taken in kind, the ryots we believe wont grumble. Whatever might be the prevailing price at the time of advances and at the time of repayment the mahajun takes payment in kind, and is content with the profit or loss, which may result from the transaction. Of course the Government is not a money-lender or a speculator; it assisted the ryots at a time, when assistance from other quarters was not procurable; and the ryots are therefore bound both legally and morally to repay the amount in money, for repayment in corn will undoutedly entail a heavy loss upon Government. But the object of Government was to help the ryots, and not to throw them from the frying pan to the fire. It is impossible that they can repay the loans given by Government in money, and at the same time meet their other obligations and their own wants. The ryots must pay their rents to the zeminders. As "An Old Planter" says "the ryots have not only to pay the arrears of rent for 1281 Fuslee, the whole (16 annas) of which remains unpaid, but they must pay the rent of 1282 also." It cannot be expected that the zeminders will suspend the rent again this year. They had to meet the Government demand for 1873-74 mostly by borrowing money; for it is well known that most of the zeminders live from hand to mouth, not to say that they are involved, and they must repay their debt, and they cannot do so, unless they collect from the ryots. In the same way they must realise the next year's rent in order to meet the Government revenue, and the ryots must therefore pay up. We do not believe that the zeminders will be able to collect two years' rent together; they may realize a part and put off the balance to the next year, the truth being that they cannot suck blood out of stone. When such is the condition of the ryots, would it be just or humane for Government to enforce the payment of the advances given by Government within the stipulated year? An "Old Planter" says, "besides the above three unavoidable obligations, the ryots have to pay to the village mahajuns in grain for the occasional pecuniary help given them at various times for food, marriage, and funeral requirements." He justly remarks, "if the ryots, then, are compelled to meet these demands, all of which must be discharged, as they are all reasonable and legally irresistible, utter ruin and starvation will be the result; and thus, having escapod from one famine, they will be surely drifting into another almost as fatal. My object, then, is to suggest to Government to postpone its demand of repayment for at least two years, and thus give time for the poor ryots to repay. It can be no great loss or sacrifice to Government to do this. Lease-holders and proprietors cannot afford to defer their claims without serious loss and inconvenience. Hence Government alone should come in and gladden the hearts of the people by a further act of clemency." But as we have endeavoured to shew above the extension of time alone will not be sufficient. The Government ought to decide the principle on which it will take back the advances, that is to say, whether in money or in kind. We admit that the Government cannot undertake the function of a grain mahajun, and store the rice that might be given in repayment of the advances, and sell it to advantage. There are risks and incidental expenses involved in that procedure, which the Government cannot fairly be called upon to incur. It must take back the advances in money, and the only concession it may be reasonably expected to make is to allow an abatement. It may write off a certain percentage of the advances to profit and loss in the same spirit in which it has spent so many crores for the salvation of its famishing subjects. Why should not the Government ask the Central Relief Committee to devote the balance of their funds to help the ryots in this matter? It would be a legitimate application of their funds. They do not require the balance left, and instead of funding it they ought to apply it to the relief of those for whose benefit the subscriptions were given. It needs be remembered that the Government gave an additional rupee for every rupee subscribed and it may fairly claim the appropriation of the balance in the way we suggest.

KING COTTON.

From the Englishman.

We published last week a report of the Manchester Deputation's proceedings before the Marquis if Salisbury. We have since received a fuller account of the same transaction. And we are bound to confess that it places the movement of the Manchester merchants in a more intelligent light than the condensed report received by the previous mail. The Marquis of Salisbury does not seem to have had it all his own way so much as the first precis indicated. But the main facts remain the same. To the merchants' argument that the Indian Cotton-Manufacturers were diminishing the industrial activity of Lancashire, Lord Salisbury's reply, as originally stated in our report, seems still conclusive. He pointed out that while Indian imports of Manchester goods do not increase uniformly year by year, yet that, by comparing the existing state of imports with the returns for the last ten years, no diminution was visible. The facts, indeed, lie precisely in the opposite direction. The average of last ten years was six millions sterling, while the imports of Manchester goods for 1872-73 amounted to seventeen and a quarter millions. Any one conversant with the history of Indian trade during the past ten years will be aware that the Marquis of Salisbury might have stated his case mere strongly. For the ten years upon which he struck his average include a period of abnormal activity and speculation in piece-goods. Had he taken the average of the last fifteen or twenty years, the increase in the importation would have been still more apparent, and the element of error arising from the unusual activity in 1864-66 would have disappeared.

The Marquis of Salisbury's main argument may be stated as follows: "You, gentlemen," he practically said, "come to me complaining that the Indian duty on your goods is restricting your industry, encouraging on a false basis the production of those grains in India, and 'raising up vested interests in that country, whose prosperity will depend upon the continuance of the tariff, and so render it impossible at any future time to carry out the principles of free-trade. I will show that the alleged restriction of your industry has not, as a matter of fact, taken place; and I shall prove to you that the rising up of the new 'vested interests' does not depend upon the tariff complained of, but upon the simple circumstance that the price of production is cheaper in Bombay than it is in Lancashire." Lord Salisbury did not pursue this latter assertion into details. But he explained that in India the raw material is cheaper; the labour is cheaper, and, as regards delicate manipulation, superior capital is forthcoming; and an inexhaustible supply of coal seems to be opening."

There was one point in his reply which Lord Salisbury perhaps intentionally left ambiguous. While traversing the statements and practical conclusions of the Deputations, he agreed with them "in theory." To this assertion he gave marked emphasis, broadly putting it forth at the commencement of his speech, and forcibly repeating it in his concluding sentences. We could wish that the Secretary of State had been a little more explicit. It would be absurd for this paper to make any profession of the principles of free-trade. It has advocated those principles through good report and through evil report for over a third of a century, and they are principles which form the first axioms of the mercantile community of this city. But in what we are about to say, the question of free-trade or of protection is not involved. The present Indian tariff is not, and never was, in any sense, intended as an engine for protecting native manufactures, or for encouraging the rise of new forms of industry in this country. It was designed simply as a means of raising revenue, precisely as our internal customs' duties are. If Lord Salisbury, in agreeing "in theory" with the Deputation, meant that he thought a tariff by no means the best method of raising revenue, we perfectly agree with him. The question has been so thoroughly argued and exhibited in the common books of political economy, that we need not go into it at any length here. A system of customs' duties checks trade at the port of entry, subjects it to petty annoyances, and, for every rupee which it produces to the State, eventually saddles the consumer with nearly double that sum in the shape of charges and intermediate profits. Like all indirect methods of taxation, it is costly to the consumers. If, therefore, Lord Salisbury merely intended to assert that a tariff is a method of taxation expensive to the eventual tax-payer, and inconvenient to trade, he was stating what is now almost one of the first truths of political economy. But if he meant to convey an impression that he thought the individual item of duty on Manchester goods a specially bad feature of that tariff, we entirely disagree with him. As the tariff at present stands, the duty on Manchester goods is only from one-half to two-thirds of the standard rate levied upon the great majority of our articles of import. Instead, therefore, of Manchester goods being harshly treated by the Indian Customs' House, they have obtained special concessions; and if the Government can afford to reduce its customs' revenue, there are many other articles which have a claim to be equalised with piece-goods, before piece-goods receive further concessions. But, after all, the real question to be considered in a tariff intended for the sole purpose of raising revenue is, how to obtain the largest sum for the State with the least interference with trade, and the minimum of inconvenience to the consumer? Now, as regards the income yielded to the State, Manchester goods stand out as pre-eminently the commodity affording the highest capabilities in this direction. Lord Salisbury stated that, even at the present reduced rates, they yield £800,000 of the total customs' revenue of India. As regards interference with trade, if Indian financiers were only allowed to put an extra half per cent. on these goods, they would be able to let in a long list of other articles duty free, and so, without further increasing the interference with the trade in Manchester products, liberate twenty or thirty other trades from all interference whatever. As regards inconvenience to the people, it should not be forgotten that Manchester goods hold, to a certain extent, the position of an article of luxury which the well-to-do classes in India avail themselves of, but which does not enter into the consumption of the great mass of the working people. The whole peasantry of India still gets most of its daily clothes from the village loom. The revenue raised by the duty on Manchester goods is not paid by the very poor, but by the fairly well-off classes, from shopkeepers upwards. The truth is that, had Lord Salisbury looked out for the item in our tariff which pays the Government best, and which, on other grounds, is most capable of being defended, he would have selected Manchester goods. By all means let customs' duties be condemned in theory, and let Indian financiers look forward to them as a part of the revenue which must some day or other be given up. But so long as that part of the revenue has to be maintained, let there be no shrinking as to administering it in the interests of India rather than of England, and no relinquishment of its most defensible item.

And the Secretary of State did well to hint that, before the import duties of India could be abolished, there were other items of our revenue more objectionable in themselves, and with prior claims to consideration. So long as India is tracked with customs' lines which divide province. and subject internal trade to the extortions of an army of myrmidons, the import duties will not form the first subject for abolition. that is to say, if the Indian revenues are dealt with in the interests of India rather than of Manchester, and if the teaching of history has any weight with Her Majesty's Government, they will not renew the experiment here which produced such disastrous consequences in another dependen-

England governed Ireland in its own interests. It destroyed the Irish woollen manufacturers; it destroyed the Irish export of farm-produce and salted provisions; it for a time repressed and curtailed the Irish linen-trade. "The manufacturing interests in Parliament," says Froude in his volumes published this year, "were too powerful." In those volumes he discloses the sin of England in this matter, and the penalties by which it expiated its offence. We trust that, whatever financial policy the Government may adopt with regard to India, it will be adopted in the interests of the people who pay the taxes here, and not of any section of a nation on the other side of the globe. It is a simple question of justice. On the one hand, there is a clamourous and powerful manufacturing party in England which demands interference with our tariff to suit its own ends. On the other hand, there is merely the duty of the English Government to do right to the Indian tax-payer. But, says Froude, in treating of the same situation as regards Ireland—"Political sagacity may be baffled. Political concessions may aggravate the evils which they are meant to cure. Justice only never fails."

THE QUESTION OF AGE FOR THE CANDIDATES FOR THE INDIAN CIVIL SERVICE.

The question of age proper for the candidates for the Indian Civil Service Examination is hotly discussed by English and Anglo-Indian papers. The English are a persevering nation and we are sure that some changes will be brought about in the Civil Service Examination rules Few will doubt that the age fixed for the candidates is too early and unless it is increased competent men will not find opportunity to enter the department. The standard age should not be less than twenty-five. The English candidates will reap the chief benefit, if the proposed innovation comes to pass, for India scarcely sends one student every year. Those who press on the increase of age advance the following reasons.

1st. Our mind and body do not attain to their full development before we reach the age of twenty-five. It is at this period of life that our characters are formed. The boy of twenty when employed in a difficult task strains the whole power of his undeveloped mind and the consequence is that he becomes unnaturally precocious.

2nd. Our understanding is not matured until we have little advanced in life. One just out of teens often confounds the moral aspect of an action and the temptations of the world generally mislead him. A sense of responsibility rarely controls a young man.

3rd. Europeans come as civilians to India when very young. The climate of India tells on their tender health and their susceptible and boyish heart is to a great extent corrupted by bad examples. The firm constitution of a man is not so subject to change, neither can his moral nature be easily influenced. The young civilian is to pass a long period of his life here before he retires to England. If he accepts post when a grown-up man, he will be only a short term exile in India.

4th. The young civilian possesses an insufficient knowledge of Indian affairs. If he devotes a longer period to the study of Indian subject, he may gain a competent knowledge. The present mode of education has many defects. The young and inexperienced civilians not unfrequently commit rash and inconsiderate acts which raise smile on the lips of the sober minded and experienced man.

THE LAND POLICY OF GOVERNMENT.

(*From the Native Opinion.*)

The formation of a regular native public opinion in India on the modern European principles may be said to have commenced when the last charter was about to be granted to the East India Company. That opportunity was availed of both in Calcutta and Bombay to establish their leading Political Associations and their leading journals. Owing to the comparitively greater progress of English Education in Bengal, the institutions founded there readily took root and the political questions of the day began there to be systematically and perseveringly discussed from a purely native point of view. The greatest of these questions to which the late lamented Babu Harris Chunder Mookerjea, the founder and the first Editor of the *Hindoo Patriot* devoted himself was the conservation of the Native states. It was he who exerted himself to the utmost of his powers to stem the growing progress of that annexation policy which has done so much mischief in India and so rudely shaken the confidence of the Native public in the British Government. Babu Harrish Chunder's efforts were at a later period seconded by others, so that until about six years past that continued to be the greatest question of the day. And it was most properly so. For even the meanest and the most ignorant native felt that the Annexation of Native states was an attempt to extinguish his political existence. The authoritative reversion of this policy therefore, by Parliament has not only set at rest a great question which most agitated the Natives for a long time but has under the circumstances, been brought to a not unsatisfactory solution.

It naturally occurs to one to enquire what is the next great question of Indian policy? What is the question of the greatest importance to the native generally at the present time—one that vitally affects his interests, that makes him most anxious as to its settlement? Next to regality, land-owning, even in its lowest forms, has been regarded in India as the most honorable and dignified of sublunary boons. This is a conviction most deeply rooted in the heart of the Hindu,—so much so that it finds expression in one of the commonest proverbs—which says that land owning is the best, trade is the middling, and service the least honorable of occupations. And this is most natural, seeing that India is essentially an agricultural country. Here land was regarded and even now is regarded not only the most honorable but also the securest form of investment. Even the meanest of our peasants clings to his ancestral patch of ground from generation to generation with an attachment that defies all the changes and viscisitudes of Government and dynasties. Nothing will persuade him to forego it, except most pressing wants. People have in many instances continued to cultivate and own their ancestral lands, even when it has been a losing bargain to them. Some of the recent enquiries by high government officers in the vicinity of Poona has shown such to be the case even at the present moment.

It appears from history that the land policy of the best native governments was generally very popular. It was suited to the circumstances of the country and the traditions and habits of the people. But the British Government in the anxiety of its officers to equalize natural and accidental blessings between subject and subject and their zeal to augment the revenue of the state, has invented or adopted and introduced systems of revenue assessment and settlement in the different parts of the country which though dissimilar in some respects have this in common that they have more or less been disliked by the generality of those who are affected thereby. Bengal and Oude have the Zemindaree tenures and the permanent settlements. These are generally regarded as blessings; but the modifications that are from time to time made and the manner in which the system has been worked have much neutralised their effect and serious apprehensions are entertained because signs of a worse tendency are observable. As regards the rest of British India the land systems prevalent are levelling in their character and impoverishing in their effects. We speak more particularly of

our own system viz. the Bombay one. Its tenure is Ryotwaree and the settlement periodical, the term extending over 30 years only. During the first period of settlement the ryot found some relief but the next, that is, the revised settlement has invariably proved to be very hard upon the cultivator. Complaints against the fundamental principles of the system, nay, against the system itself, have in various forms and diverse channels been made but in vain. The heads of the Survey and Settlement Departments are committed to certain foregone conclusions which it is naturally unpleasant to them to admit to be unsound or mischievious. However, a change appears to have come over the policy of government in matters of land revenue. Thanks to the *Poona Sarvajanik Sabha* and persistent efforts of certain native gentlemen, the Government of Sir Philip Wodehouse awakened to a sense of its duty by Mr. Havelock, has at last admitted some of the faults of their predecessors and made some concessions which, it is hoped, may be regarded as the first instalment of the grand change that must eventually be made in the system. But this is a subject which must continue constantly to engage the best attention of the intelligent, patriotic and public spirited natives who must not rest satisfied until some satisfactory settlement has been brought about. On its solution depends the weal or woe of the thousands of landowners—who form the heriditory and natural gentry of India—just as on the annexation subject, hung the welfare of her natural nobility or her Princes and chiefs. The land question is *the* great question of the day which must be donë full justice to by all who profess to have the welfare of India at heart.

THE HYDERABAD CONTINGENT OR THE BERAR QUESTION.

(From the Native Public Opinion.)

The policy of the present Government of India towards the Protected Native States, as they are called, is far from being wise or just. The high-handed nature of the Government proceedings in the case of the ruler of Baroda, are only equalled by their conduct in the case of Hyderabad State. If we carefully take into consideration the several orders recently passed by the Supreme Government in connection with the Native States, we connot but come to the conclusion that the Native Rulers are considered mere puppets by the Sovereign Power. In one or two cases the Supreme Power has even disregarded treaty obligations. As we have very often maintained in these columns, it is the bouden duty of the British to adhere closely to the strict words of the treaties that have been concluded with the Native Powers. Most certainly they ought to do this if they would preserve their moral integrity—which is all in all to a Government. One instance in which they have infringed treaty obligations is their recent order divesting the rulers of certain native states in Southern India of the power of trying European Criminals committing crimes within their jurisdiction. We do not see that the treaties with those states reserve any right to the Paramount Power to divest the sovereigns of those states of their political power over any class of subjects. We at first thought that the Government did not mean to do such a thing, but that they only created the Resident a British Magistrate for trying British Criminals; but a more recent notification in the *Gazette* authorizing the High Court of Madras to take cognizance of European crimes in the States of European crimes in the States referred to, leaves little doubt on the subject.

Another instance of the gravest nature relates to the Hyderabad Contingent or the Berar question. The conduct of the Government is so very exceedingly strange and astonishing, that, even among the Anglo-Indian Journals, excepting of course those which follow the style and adopt the logic of the Jessore planters, there has been a remarkable concurrence of opinion in favor of the Hyderabad State and Sir Salar Jung, the Nazam's able minister. The injustice of the proceedings of the Government is so patent to all who look at the question in any way, it is reaily a wonder how a Government with Lord Northbrook at its head has committed such a serious political blunder; for the action of Government is not only, in the greatest degree, illiberal, inquitable and unjust, but also highly imprudent, inasmuch as it is eminently calculated to make the ruler of the Deccan Native State and all Native Princes in general distrustful of the Paramount power. A short history of the case is as follows: In the year 1800 the East India Company entered into a treaty with the Nizam, by which the Company bound itself to defend the Nizam from all invasions of neighbouring States or Princes, and assist him in maintaining tranquillity within his own dominions. For this purpose, a subsidiary force was to be maintained by the Company at the expense of the Nizam. Instead of trusting to the Nizam's ability to make annual payments, the Company thought it would be more prudent to receive the tract of country, to this day designated the Ceded Districts, comprising the Districts of Cuddarpah, Bellary and Kurnool, for the maintenance of the Hyderabad Contingent. This force in time became part of the regular British army. Sometime after the concluding of the treaty abovementioned, the Resident of Hydrabad "In accordance with a project that had been long contemplated by the Home Authorities," employed British officers to recognize the Nizam's irregular forces, and converted this again into another subsidiary force, which has now become the purely British force, designated the Hyderabad Contingent. During the beginning of this century, the Hydrabad state was not in a flourishing condition; and partly owing to mismanagement, and partly to other causes, the exchequer was almost empty and the payment to the Hyderabad Contingent consequently fell into arrears. The Company about the year 1853 demanded the arrears of the Nizam, and, after constant demands and threats at last forced him against his will to assign to themselves the territory known as the Berars. The Company however pledged itself to restore the territory to the Nizam, on his giving satisfactory security for the due payment annually of about thirty lacs, the sum needed for the support of the Hyderabad Contingent. The present Nizam is a minor. The present Regents, however, offered to fulfil the conditions subject to which Berars were assigned to the Company, and asked for its restoration. The reply of the Government of India has not only been in the negative, but the Regents have also been snubbed through Mr. Saunders, the Resident.

From this brief summary of the case, it will most clearly appear that the late East India Company's possession of the territory in question began in a wrong. Having enjoyed the benefits of that wrong for twenty years, the Government is still unwilling to restore the dominions to the rightful owner after taking a guarantee for the regular payment of the Hyderabad Contingent, a payment which the Nizam is in no way lawfully bound to make. Of course, there are many vested interests in the territories in question, interests belonging to the civilian, the staff officer, the planter and the poor white, which stand in the way of a most outrageous wrong being rectified, nay, of a just obligation being discharged. The *Madras Times* tells us also that Sir Salar Jung has since applied for the abolition of the contingent altogether. This will however be hardly of any use and may call down upon the unfortunate Minister, the displeasure of the Paramount power.

It was with very high anticipations that we welcomed [illegible] Ministerial chair; but we have been sadly, very sadly, disappointed hitherto, we still hope however that at least in the present instance and instances of a similar kind, His Lordship will endeavour to establish a name for wisdom and just administration.

THE INDIA OFFICE AND THE WAR OFFICE.

(From the Bengalee.)

WE referred in our last impresion to the financial injustice done to India in consequence of the weakness of the position held by the Secretary of State for India in the Cabinet. We proceed to illustrate what we stated, and show how utterly unscrupulous the War Office is whenever it can find a plausible pretext for relieving the British Exchequer at the expense of the Indian taxpayer. The Secretary of State for India repeatedly protested against the enormous expenditutre incurred by India in England in procuring recruits for the army. The Secretary of State for War scarcely condescended to notice these protests. At length in September 1871, the Secretary of State for India sent in a reminder with suggestions as to the feasibility of reducing expenditure. Mr. Cardwell passed over these representations altogether, and on the 14th April 1872 sent in a reply to the effect that as it is the policy of the Indian Government to keep the numbers of the European troops serving in India at the lowest strength consistent with the safety of the Indian Empire in time of peace, while the troops in Great Britain or in her Colonies serve as reserves to which the Government of India looks for reinforcements of troops in the case of any emergency, the Indian tax-payer should congratulate himself that the Indian revenues are spared the vast expense of maintaining troops at their maximum instead of their minimum requirements.

Far from seeing any extravagance in the charges for British recruits sent to India, Mr. Cardwell contends that India does not pay a fair proportion of the military expenditure of the Empire, and that she is liable for such indirect charges as the cost of the military staff and head quarter departments at home, the regimental staff of the corps to which the Indian depots are attached or affiliated, the full assessed cost of raising and training soldiers who proceed to India as relieving corps, the full cost of educational establishments for officers and men, the cost augmenting the professional branches of the military service (artillery, engineers &c.) the cost of experiments in arms and ammunition, the cost of rewards to inventors of military weapons. Far from agreeing to relieve the Indian Exchequer, Mr. Cardwell reserves to himself the right of increasing its burden by proposing at some future time that India should pay such charges as these. The force of official audacity and official unscrupulousness could no further go.

On the 9th August 1872, the Duke of Argyll sent in a rejoinder for which he must be thanked by every Indian taxpayer. It was a crushing rejoinder, and our only regret is that so little came of it.

"The argument of Mr. Cardwell begins with, and mainly rests upon, the assertion that it is the policy of the Government of India to maintain the smallest possible amount of European troops in that country, to rely habitually on reinforcements from the army at home, and thus practically to lean upon that army as an army of reserve. The Secretary of State for India regards this assertion as not only incorrect but as completely inverting the real facts of the case. It would be much nearer the truth to affirm that the Imperial Government keeps in India, and quarters upon the revenues of that country, as large a portion of its army as it thinks it can possibly be required to maintain its own dominion there; that it habitually treats that portion of the army as a reserve force, available for imperial purposes; that it has uniformly detached European regiments from the garrison of India to take part in Imperial Wars, whenever it has found necessary or convenient to do so; and more than this, that it has drawn not less freely upon the native army of India, towards the maintenance of which it contributes nothing, to aid it in contests outside of India, and with which the Indian Government had little or no concern."

The Secretary of State for India then proceeds to show that Indian army was drawn upon as an army of reserve for the conduct of numerous Wars with which the Indian Government had nothing to do and which were mostly dictated from home—the expedition to Egypt 1801, the expeditions to Mauritius and Java in 1810 and 1811, the expeditions to China in 1842 and 1859-60, the expedition to the Crimea in 1855, the Persian expedition in 1856-57, the Maori Wars in New Zealand in 1860 and 1861, and the invasion of Abyssinia in 1867.

The only exception in Mr. Cardwell's favour is the Indian Mutiny. "But it must be remembered," the Secretary of State for India proceds to say, "that if similar exertions had been called for by war in any other part of Her Majesty's Dominions, not only must the same effort have been made, but the burden of it must necessarily have been borne, in great part at least, by the Imperial Government. But in regard to the Indian Mutiny no part of the cost of suppressing it was allowed to fall on the Imperial Exchequer. The whole of it was or is now being defrayed by the Indian taxpayer."

Nothing has enhanced so much our respect for the Duke of Argyll as this noble protest against the extravagance and the utter unscrupulousness of the War Office; but the Duke representing a helpless people was himself helpless.

THE VERNACULAR PRESS OF INDIA AND ITS ANTIDOTE.

(From the Indu-Prakash.

A YOUNG Civilian of this Presidency, Mr. Lely, has contributed a very long paper to the *Indian Economist* on the above subject. The writer professes to be acquainted with the vernaculars of the Bombay and Bengal Presidencies and to carefully read the vernacular newspapers in origina' and translate and take notes of such portions out of them as suits his purpose. As he himself tells us, Lower Bengal is represented by 62 Native papers of all kinds, Bombay Presidency with Sind by 85, the Punjaub by 30, the N. W. Provinces by 61, and Madras by 25, which last he leaves out of his survey owing to his not knowing the languages of the Presidency. It is an astonishing fact to learn that at least one young Civilian of the Bombay Presidency, has leisure, industry and capacity to read 238 newspapers, in diverse languages of India and to translate and take notes on important portions thereof. Such a prodigy is well worthy of special mark by the Government of India, not to speak of the Local Government, unless the vernacular papers are read by him through the metamorphosed and consolidated form of Government reports on the Native Press, in which case the tall talk of his ignorance of the vernaculars of the Madras Presidency preventing a survey of the vernacular Press thereof becomes so much pretentious nonsense and reduces itself to the absence of Government Reports on the press in that Presidency which the writer could make use of as a substitute for the originals themselves.

Proceeding, however from the prodigious capacity of the writer to the theme of his paper itself, we may at once declare that for our part we should be extremely glad, and we believe all our brethern will be equally glad with us, if the proposal made by Mr. Lely of establishing a popularized official *Gazette* by each Indian Government "setting forth to the [illegible] reasons of its acts" be carried out. We may state it from personal experience that many a time have we felt the need of official interpretation and view of acts which, viewed from the people's side, seemed unjustifiable. The policy of Secrecy prevails to such a baneful extent with the Indian Governments, that a public writer or public association finds it impossible many a time to induce Government to show even such records as contain nothing but general statistical information which it cannot but be for the interest of all parties concerned to publish. For instance, in the question of the Land Revenue Resettlements of this Presidency, the number of auction sales of the Ryot's holdings, the number of notices issued to defaulting cultivators, the amount of fines levied, in the resettled Talukas have been of the greatest importance to judge with certainty of the pressure of the revised assesments. But until lately when, Mr. Havelock was convinced of the unbearableness of the new assessments, it was impossible to get any statistical information whatever from the Taluka Duftars though formally applied for. There are many topics and occasions on which it is highly desirable to know the intentions and views of Government, and the editors of vernacular papers very often wish to know those views and intentions lest they might uncautiously misrepresent matters. But in the absence of any light from official quarters, the public writers have to judge of things in the best way they can by such lights as are available. If Mr. Lely's proposal be adopted, it will bring the Government and the subjects to a prompter and better understanding of each others' views and reasons than is possible at present. It is of course Mr. Lely's look out to consider whether the Indian Government will be prepared for, as it were, taking the public into its confidence, which the proposal implies.

It is satisfactory to find that Mr. Lely holds it "childish at this time of day to waste breath in arguing that like Joseph II. of Austria we 'do not want an educated people but obedient subjects." There are those even at the present day who think it possible to make short work of the supposed mischief done by Native newspapers by gagging them by a stroke of the Legislative pen. The number of such men is not great and as Mr. Lely is no upholder of the plan, we need not speak more about it.

Having declared our approval of Mr. Lely's proposal of an official *Gâzettee*, Mr. Lely, we suppose, will not now have objection to our considering how far the poision exists for which Mr. Lely suggests the official *Gazette* as the antidote. According to Mr. Lely, the stock subjects of vernacular newspapers are, 1. Criticism on Municipal and other Local matters, 2. Criticism on the English race, 3. Criticism on the social and religious customs of India, 4. Criticism on the acts and intentions of Government. Of these Mr. Lely thinks that their criticism on the social and religious institution of India is healthy, and he would wish the Native papers merely to take to this task, in which he promises the aid of the governing class to secure success. It is not easy to understand how the national mind can be so artificially trained as to have an inquiring spirit only in one direction. As a historian, Mr. Lely will know that the same puritanical spirit which swept off abuses in religion and secured Protestantism to England brought on the political struggles which ended in the firm establishment of that healthy constitutional government which England now enjoys. It is simply absurd to wish that when an inquiring spirit is roused in a nation it shall spend itself in one direction and no other; nor is it easy to understand how the Press, that is capable of healthy criticism in one subject, should be so utterly incompetent in other subjects. May it not be that the writer cannot brook criticism which affects his race and the Government of which he is a Covenanted servant, and look with favour on that which affects others than him or his and acoords with his preconceived notions and belief. Mr. Lely in one place allows that in the criticisms passed by the Native Press there is many a time a just exposure of the acts of Government and its officers, yet he cannot brook, on the whole things said against his race and his Government. Will he call to mind what hard things are spoken by Englishmen and their organs against the Natives of India as a race and how confident generally Englishmen are that their criticisms are correct? Similarly cannot Mr. Lely realize that the Natives of India feel equally confident that the several acts of Englishmen in India point out defects of national character which cannot be questioned and which only a foreign race can perceive and point out? It may be that some of the inferences drawn may be wrong but can even the English Press be free from similar mistakes when judging of the Natives of India? Again, the tone of Mr. Lely's criticism on the vernacular press, is based on the proposition that "the English Government in spite of many defects has the good of the country at heart." If the ultimate cause of these defects be traced, is it not possible to find it partly in the antagonistic interest of the English race which make the curing of the defects impossible? In such a case the Native Press may point out the race interest that stands in the way of improvement, whereas an Englishman, unless he be one of those few individuals who are not affected by the nature and field of their daily occupations and associations, may consider the defects to be no defects at all or attribute them to causes other than those that might bring blame on his race. Mr. Lely has given copious extracts from several papers, including our own, but generally he has given no dates which prevent one from turning to the originals to see whether Mr. Lely's inferences from the passages are borne out by the context. However not caring to notice the particular charges hinted at by him against us or others individually, let us see whether Mr. Lely's own vision is not warped by his prepossessions and limited information. He quotes the following statements from a paper, the name of which he does not mention, regarding the alleged bad condition of the Gujarati Ryots and passes the sweeping condemnation against them italicized below:—

1. The land-tax (*sic.*) varies from a minimum of Rs. 2 to Rs. 14 per acre.
2. Grain-producing lands hardly pay the expense of cultivation.
3. Besides this the cultivators have to pay Municipal taxes.
4. They are further obliged to pay stamp duties, opium duty. registration fees, tolls, and forest fees.
5. If a ryot lets on hire his cart he has to pay about Rs 20 on account of tolls in a year.
6. Each village used to have a free pasture land, but now nothing is left for grazing.
7. If the ryot wants to make a complaint he must employ a vakeel for Rs. 10 or 20.

"*Now each and all of these propositions are untrue, at least in the province in which they were printed.*" Mr. Lely makes no effort to show how the propositions are untrue, but wishes us to believe his statement because he makes it! Let Mr. Lely try to prove his statement in any single matter by incontrovertible proof, before he establishes his title to be listened to as an infallible oracle. If in the collection of supposed proof, he finds that his assertion cannot be maintained let him then modestly take the lesson to heart that after all there may be truth in the complaints and criticisms of the Vernacular Press which he is unable to perceive owing to his race prejudice and short stay in this country and that there must be more or less fire where there is so much smoke.

Printed and published by Chunder Nuath Roy at No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.

Government was obliged, when no more Europeans could be had, to take some natives but they were considered as outsiders and were treated as such. While European contractors made lacs of money, the only native contractor of consequence, one of the honestest and most energetic of men, Babu Nil Comal Mittra, was so thwarted in his work, that he was made to suffer a loss of 70,000 Rupees by the contract. We natives were not trusted and the consequence was that a large sum of our money was squandered away and for natives now to approach Government with formal thanks look somewhat odd. Then the waste was also brought about by another still more inexcusable means. When the famine was over, a large quantity of grains remained in the hands of Government. Then there was an effort to dispose of the grain any how and this was done solely to prove that the famine was as great as was apprehended. There was still a large quantity of rice in the hands of Government officers and they took the method of advancing the grain to the ryots, in some case through their zemindars, and in some cases directly. Some of these advances were not actually forced as the indigo planters did and most of them do now upon the ryots, but a "gentle pressure" was resorted to. And now Mr. Dampier is bringing forward a bill to realise these advances by a summary process. Just fancy what would be the consequence of such a measure. The country is exhausted, the ryots and zemindars are heavily indebted, last year's rent remains unrealised, in many parts of the country the ryots and Zemindars are quarrelling and if after this Government goes on to realise the advances thrust upon the people, by a summary process, there will be a grinding oppression and many families will be ruined. If there was no famine, Government has no excuse for this incalculable mischief; if th re was famine, still the Government is responsible for this vast and unnecessary waste of public money.

As for thanks, between those who pay money and those who spend it for the good of the community, the former deserves the first consideration. They must be first thanked of all who did the most disinterested service. So we should thank above all the people of England who contributed money to avert the famine in Bengal. Then comes the turn of those who residing in a distant part of the Empire have sent money to succour Bengal. Moharanee Sharonamoye, Ranee Sharat Shoondaree and others who have spent vast sums should be thanked next. The turn of those who have laboured for love, missionaries and private gentlemen, comes next. Then comes the turn of Government which must be thanked for inaugurating the policy of spending public money to save the people from starvation. Here again the members should first of all thank Sir George Campbell! Her Majesty's Govt. deserves no thanks, for it did nothing except spending a few good words. It refused to advance a single farthing to succour the distressed. It even refused to guarantee the famine debt though the step would have caused her no loss whatever.

We would thus have no objection to offer formal thanks to the Indian and Bengal Governments but we would wait and approach with our thanks when the thanks would be appreciated.

THE COST OF JUSTICE IN BRITISH INDIA.—Even the most go-ahead reformer would admit that it is a questionable matter whether the existing Judicial establishments in this country are improvements upon our former native tribunals. The fact is undeniable that we are now hundred times more litigous than our forefathers were, and the avidity with which we seek Appellate Courts and the chronic hankering we have after a multiplicity of appeals shew clearly that we are very little satisfied with the sort of justice administered in our Courts. In days of yore how beautifully were our disputes settled! There was no fuss in our native tribunals, no voluminous records in which the truth is more often obscured than elicited. Simplicity characterized their proceedings; their rulings were founded upon local knowledge and common sense, and their decisions were accepted as final. The village punchyat was thoroughly an Indian institution, having for its origin in the wants and wishes of the people. It was appealed to in matters social, domestic and political, and its decision settled nice points of controversy which the English Judges have neither the knowledge, means nor experience to adjust. The village *mundals* or the head men of the village composed its members and they were selected by the best of all tests the confidence of the entire community in their honor and probity. The discharge of their duties was watched by a public opinion, narrow and limited in extent, but strong in concentrated power and microscopic in its keenness of observation. The very narrowness of the area over which the punchyat presided was advantageous in many ways. The members of the punchyat were intimately acquainted with the litigants; their general character, antecedents and domestic histories were thoroughly known to them from their very infancy. It was impossible to attempt to deceive the members with flimsy lies which are so boldly and successfully thrust upon English Judicial officers. No false gloss, no able and shrewd litigant could over-reach them. They were on the spot and were consequently able to get at the bottom of every case brought before them. The punchyat when deciding a case therefore approached it with enormous advantages over English courts. The public opinion of an Indian village is as real as that of any European Community and is felt the more strongly in consequence of the narrow sphere into which it is limited. For a member of the punchyat to lose the confidence of his community was his social death. He would be branded as an outcast, his water would not be touched by any body, he would lose the services of the barbar and washerman, in short, he would be subjected to the utmost degradation to which a social being can be subjected. This served as a check upon any chance of abuse of power by the members of the punchyat and no wonder that their decisions were always accepted as impartial and final. The English courts indirectly teach the people to tell lies and forge documents, while the village punchyats taught them to be truthful and to avoid crime. But the principal advantage which the punchyats had over the English tribunals was their unofficial character and unpaid services. This not only inspired the village communities with confidence in their impartiality, but saved the people from that ruinous cost of litigation to which we are now subjected even when we have to decide a very simple case. The cost of Judicial establishments was unknown in this country, the members of the punchyat did their business from a higher feeling than that of gain, but how highly are the people taxed for justice by the British Government will appear from the following table which we have taken some trouble to collect from Finance and Revenue accounts of India. We shall compare the revenues and charges on account of Justice in British India and take the several provinces in regular order.

OUDE.

Revenue.		Rs.	Charges,	Rs.
Stamp fees	...	897640	Judicial Commissioner	59100
Law and Justice	...	92210	Civil Judge's Court	... 79600
			Criminal Courts	... 468610
Total	...	989850	Small Cause Court	... 14080
			Total	... 621390

CENTRAL PROVINCES.

		Rs.		Rs.
Stamp fees	...	935960	Judical Commissioner	57490
Law and Justice	...	168650	Criminal Courts	... 607660
			Small Cause Court	... 29470
Total	...	1104610	Total	... 694620

BRITISH BURMA.

		Rs.		Rs.
Stamp fees	...	424990	Recorder's Court	... 44850
Law and Justice	...	188700	Law Officers &c.	... 9000
			Civil and Sessions Courts	... 26640
Total	...	613690	Criminal Courts	... 465350
			Judicial Commissioners	45100
			Small Cause Courts	... 17040
			Total	... 607980

BENGAL.

		Rs.		Rs.
Stamps fees	...	8452560	High Court Judges	536800
Law and Justice	...	951300	Appellate Branch	... 277550
			Original Branch	... 180510
Total	...	9403860	Sheriff's Office	... 9600
			Law Officers	... 123960
			Civil and Sessions Courts	... 3311430
			Criminal Courts	... 1928990
			Small Cause Courts	340970
			Coroner's Court	... 11750
			Police Commissioner	50000
			Justices of the Peace	56100
			Total	... 6827660

N. W. PROVINCES.

		Rs.		Rs.
Stamp fees	...	3329020	High Court	... 329250
Law and Justice	...	967690	Civil and Sessions Courts	... 1590880
Total	...	4296710	Criminal Courts	... 1127420
			Small Cause Courts	50320
			Total	... 3097870

PUNJAB.

		Rs.		Rs.
Stamp fees	...	2323020	Chief Court	... 196640
Law and Justice	...	408790	Civil and Sessions Court	... 201726
Total	...	2731810	Criminal Courts	... 1200710
			Law Officers	... 11860
			Small Cause Courts	109020
			Total	... 1719950

MADRAS.

		Rs.		Rs.
Stamp fees	...	4265910	High Court	... 449890
Law and Justice	...	556160	Law Officers	... 275570
			Administrator General	... 7200
Total	...	4822070	Civil and Sessions Courts	... 1480620
			Criminal Courts	... 945070
			Small Cause Courts	2 19580
			Coroner's Court	... 6030
			Justices of the Peace	70940
			Total	... 3254900

BOMBAY.

		Rs.		Rs.
Stamp fees	...	5273830	High Court Judges	341270
Law and Justice	...	296770	Appellate Branch	... 91990
			Original Branch	... 217440
Total	...	5570600	Law Officers	... 93630
			Administrator General	... 7800
			Coroner's Court	... 15500
			Justices of the Peace	80570
			Judicial Commissioner	... 40670
			Civil and Sessions Courts	... 1550270
			Criminal Courts	... 1385030
			Small Cause Courts	265150
			Total	... 4089320

BERAR.

		Rs.		Rs.
Stamp fees	...	509540	Civil and Sessions Courts	... 45030
Law and Justice	...	130240	Small Cause Courts	62740
Total	...	639780	Registration Department	... 15560
			Jails	... 82690
			Total	... 206020

It will be seen from the above that not only the cost of various Courts of Justices in British India is covered by Judicial receipts, but a large surplus is left in the hands of Government. Thus we find tha the province of Oude after paying for its own establishments for the administration of Justice leaves so much as Rs. 3,68,460; the Central Provinces Rs. 4,09,990; British Burmah Rs. 5710; Bengal Rs. 25,76,200; the N. W. Provinces Rs. 11,98,840; the Punjub Rs. 10,11,860; Madras Rs. 15,67,170; Bombay Rs. 14,81,280; and Berar Rs. 4,33,760; or the surplus on the aggregate amounts to over one crore and twenty lacs. In no other country is w believe such a heavy tax levied upon justice, and whe we consider the quality of justice administered her our case becomes tenfold worse. It is unuseles t wish for those beautiful ancient institution whic settled the feuds of our fore-fathers, decided thei disputed rights, gave redress to the wronged an preserved order without putting the litigants to an cost whatever. Neither the ancient indeginous village of India—that rural self-governing community which had existed through wars and revolutions and changes of dynasties nor their courts of justice the punchyats do exist, and saturated as our society is with Western ideas it is impossible to re-establish them now. The Government can however reform the existing English tribunals so that we may ge unadulterated justice at a cheaper rate. The principal reason why our Judicial establishments are so expensive and why so many complaints for miscarriage of justice are made is that European agency mostly guides all our courrts of justices fiscal, civil and criminal. The Europeans are bu imperfectly acquainted with the condition, custom and habits of the people and their style of doing things is generally expensive, many are therefore the com plaints raised against their mode of administering Justice. The natives alone can understand the natives and unless Government employs more largel native agency for the administration of Justice i this country, all its attempts at reforming our Court would prove futile. Mr. Hobhouse proposes to pu an end to endless litigation by wiihdrawing the righ of special appeal to the High Court, but the ev lies at the root—the Muffusil Courts, and unless the are reformed, unless natives are appointed to post of District Magistrates and Judges, the abolition o the system of appeals will only prove a curse an diminish even the only existing security small thoug it be to an efficient administration of Justice.

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন যে, অমৃত বাজার পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধির সহিত উহার মূল্য দুই টাকা বৃদ্ধি করা গিয়াছে। অতএব যাঁহারা বাৎসরিক মূল্য প্রেরণ করেন তাঁহারা আট টাকা না পাঠাইয়া অনুগ্রহ করিয়া দশ টাকা প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সংবাদ।

—মোহান্তের মকর্দ্দমার ন্যায় ভারসিলিসে একটি মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক জন সম্ভ্রান্ত ফরাসী ব্যবসায়দার হঠাৎ এক দিন বাটি আসিয়া দেখেন যে তাহার স্ত্রী একজন পাদরীর সহিত শয়ন করিয়া আছে। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার স্ত্রীকে ঘরের দুয়ার খুলিতে বলেন, কিন্তু স্ত্রী ভয়ে আর দুয়ার খুলে না। অবশেষে স্বামী একটি দোনালা বন্দুক পুরিয়া একটি জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং উহার ভিতর দিয়া গুলি চালায়। স্ত্রী এবং পাদরী উভয়ই গুরুতররূপে আহত হয়। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া প্রতিবাসীরা উপস্থিত হইয়া স্বামীকে ধৃত করে। সংপ্রতি ইহার বিচার হইয়া গিয়াছে। জুরিরা স্বামীকে খালাস দিয়াছেন এবং পাদরীর ছয় মাস মেয়াদ হইয়াছে। মোহান্তের মকর্দ্দমায় নবীনও ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর অপরাধ করে না, কিন্তু তবু নবীন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল।

—পারিসে এক জন যুবক অনেক দিন পরে তাহার খুড়ার সহিত দেখা করিতে যান। খুড়া অবিবাহিত এবং পরিশ্রম করিয়া বিস্তর টাকা সঞ্চয় করেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বহু কাল পরে দেখিয়া অত্যন্ত ভাল বাসার সহিত বসিতে বলেন এবং নানা কথা বার্ত্তা কহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বাপু হে, তুমি অবশ্য মদ ভাল বাস, এখন অবধি প্রতি দিন তোমার চারি বোতল মদ খাইতে হইবে।' ভাতুষ্পুত্র বলিলেন 'না মহাশয়, আমি দুই বোতলের বেশী খাইতে পারিব না।' খুড়া বলিলেন 'আচ্ছা, দুই বোতলই তোমাকে দেওয়া যাইবে। অপর যৌবন কালে সকলেই কিছু বেশী খরচ করে, অবশ্য তোমার দশ বারো হাজার টাকা দেনা আছে।' ভাতুষ্পুত্র উত্তর করিলেন "না মহাশয়, আমার অত দেনা নাই, তবে পাঁচ ছয় হাজার টাকা আমায় দেনা আছে।" খুড়া বলিলেন "বেশ। তবে একটা কথা আমার নিকট অস্বীকার করিও না। তোমার অবশ্য পাঁচ ছয়টি বেশ্যা আছে।" ভ্রাতুষ্পুত্র অত্যন্ত নম্রভাবে বলিলেন "না খুড়া মহাশয়, দুটির অধিক বেশ্যা আমি কখন রাখি নাই।" খুড়া তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন "যুবক, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। তুমি মাতাল, লম্পট ও অমিতব্যয়ী। অতএব তুমি আমার বাটী হইতে দূর হও।"

—এই রূপ জনরব যে যাকুব খাঁকে সের আলি হত্যা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যাকুব খাঁ আমিরের সঙ্গে যে রূপ নির্ভয়ে আলাপ করিয়াছেন এবং কাবুলে নর হত্যা যে রূপ সামান্য ঘটনা তাহাতে এ রূপ ঘটিবার বিচিত্র নাই। তবে যাকুব খাঁ দেশের মধ্যে ভারি প্রিয়, তাহাকে সহসা যে আমির হত্যা করিতে পারিবেন এ রূপ বিশ্বাস হয় না।

—মান্দ্রাজের কোন কাছারীতে সম্প্রতি এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য দিতে যান। কিছু দিন পূর্ব্বে হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তিনি একটি নয় বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে যদি তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া যায় তাহাতে তাহার আপত্তি আছে কি না। ব্রাহ্মণ প্রথম এ কথা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু যখন তিনি এই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিলেন তখন এরূপ ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে হাকিম পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন।

—ইংলণ্ডের অন্তর্গত কালফাম রেলওয়ে ষ্টেসনে একটি কৌতুহল ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক জন মেম একটী জারজ সন্তান প্রসব করিয়া উহা একটী ঝুড়ির ভিতর পোরেন এবং ঝুড়িটি কালফাম ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট প্রেরণ করেন। ষ্টেসন মাষ্টার সন্তানটি লইতে অস্বীকৃত হন, কিন্তু এক জন রেলওয়ে দারোয়ান সন্তানটি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে। সে সন্তানটি ঝুড়ি হইতে উঠাইয়া দেখে যে তাহার বিছানার নিম্নে আট হাজার টাকা রহিয়াছে। ষ্টেসন মাষ্টার তখন সন্তানটি লইয়া কাড়া কাড়ি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দারোয়ানঃ ঝুড়ি লইয়া দৌড়।

—প্রিন্স বিস্‌মার্ক অভিমানী হইয়া তাহার মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করিতেছেন। এক খানি প্রধান জারমন পত্রিকার সম্পাদক তাহার বিরুদ্ধে একটি সংবাদ লেখেন, এই নিমিত্ত তাহাকে কারাবাসে প্রেরণ করা হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে অনেক প্রধান লোক মত ব্যক্ত করেন। বিস্‌মার্ক ইহাদের উপর রাগ করিয়া তাহার কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছেন। সম্রাট উইলিয়ম সম্ভবত তাহাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দিবেন না।

—ডেলি টেলিগ্রাফ নামক বিলাতের সংবাদ পত্রের বার্ষিক আয় ১১০০০০০ টাকা। এই আয় দেখিলে এ দেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা একরূপ অনাহারে জীবিত থাকেন বলা যায়। যাহা হউক তাহারা মনে মনে আশা করেন যে পরমেশ্বর অবশ্যই তাহাদিগকে এক দিন দিন দিবেন।

—বিজ্ঞান বিৎ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান চর্চ্চার উদ্দেশে পম্পি নগর খনন করিতেছেন। এই নগরটি ভূমি কম্পনে ভূগর্ভে প্রবেশ করে। সম্প্রতি খনন করিয়া ইহার মধ্য হইতে অর্ফিউসের একটি ছবি উঠিয়াছে। চিত্রটীতে অর্ফিউস সঙ্গীতালোচনা করিতেছেন এবং বন্য পশু সমুদয় তাহার সঙ্গীতে মোহিত হইয়া উহা শ্রবণ করিতেছে। এ দেশে যদি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই রূপ অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত হন তাহা হইলে কত স্থান হইতে কত অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে শুদ্ধ হিন্দু জাতির মুখ উজ্জ্বল হয় না, বিজ্ঞান চর্চ্চার বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। আমাদের দেশে এ রূপ জেলা নাই যেখানে এ রূপ দুটি পাঁচটি স্থান না আছে, যেখানে পূর্ব্ব কীর্ত্তির কোন না কোন চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সুন্দরবনে যে পূর্ব্ব লোকের বসতি ছিল এবং সেখানে যে অনেক প্রধান প্রধান নগর ছিল তাহার অনেক দেদীপ্যমান চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন এদেশে মাসিক পত্রিকা গুলি প্রকাশের উদ্যোগ হইল তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম যে উহার লেখকগণ উহা দ্বারা দেশের বিজ্ঞানালোচনা যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহারই যত্ন করিবেন। সম্পাদকেরা নবেল, পদ্য, প্রভৃতি না লিখিয়া যদি ছয় মাস অন্তর এ রূপ কোন একটি প্রস্তাব লিখিতেন, যাহাতে এক জন বাঙ্গালী গৌরব করিয়া বলিতে পারিতেন যে আমি এই বিষয়টি আবিস্কার করিয়াছি, আমি এইটি অনুসন্ধান করিতে অর্থ ব্যয় করিয়াছি, কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা হইলে আমাদের আশা হইত যে এ দেশের লোকেরা স্বাধীন ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন। বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিয়া, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র রহস্য সন্দর্ভে বিজ্ঞানালোচনা করিয়া এ দেশীয় যুবকগণকে বিজ্ঞান চর্চ্চার রস আস্বাদন করান। কিন্তু এই ভাব বিস্তর দিন থাকে না। তাহার পর পদ্য অনুবাদ, নবেল আরম্ভ হইল। অলস বাঙ্গালীর পক্ষে বিজ্ঞান চর্চ্চা করা কঠিন কাজ। তাহারা যে দেখিয়াছেন যে অনুবাদ, পদ্য, নবেল লেখা আরম্ভ হইয়াছে আর অমনি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। যাহারা প্রথম এ দেশে এ স্রোত প্রবাহিত করেন তাহারা দেশের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন। ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমরা ভরসা করি এক্ষণ যে যুবারা গ্রন্থ কর্ত্তা হইতে চান, কি [illegible] সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতে চান তাহারা এক বার উদ্যোগ করিয়া এ ঘোর আলস্য হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করুন। তাহারা এই আলস্য পরতন্ত্র হইয়া দেশের ও হিন্দু জাতির বিস্তর অনিষ্ট করিতেছেন।

—এসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু দ্বারিকা নাথ গুপ্ত বিছার কামড়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিস্কার করিয়াছেন। তিনি শতাবধি বৃশ্চিক দষ্ট ব্যক্তিকে ইহার দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। বিছায় দংশন করিলে দষ্ট স্থানে লীকার লেটি নামক আরক প্রয়োগ করিতে হইবে। এই ঔষধ দিবা মাত্র রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। ডাক্তার বাবু বলেন যে সর্পে দংশন করিলেও সম্ভবতঃ এই ঔষধ দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

—কর্ণেল লুকাশ সাহেব গাড়ি আরোহণ করিয়া আহাম্মাবাদে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। হঠাৎ একটি ফকীর এক খানি বৃহৎ যষ্টির দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিবার উপক্রম করে। কিন্তু আঘাতটী তাহার মস্তকে না লাগিয়া গাড়িতে গিয়া লাগে, এবং গাড়ীর ছাদটী ভাঙ্গিয়া যায়। ফকীর ধৃত হইয়াছে এবং সকলে বলিতেছে সে পাগল। সত্বর ইহার বিচার হইবে।

—ত্রীবাঙ্কুরের মহারাজা কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছেন। এই রূপ রাষ্ট্র যে তিনি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট দরবার করিতে আসিতেছেন যে তাঁহার রাজ্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন রক্ষিত না হইয়া ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের অধীনে সাক্ষাৎভাবে রক্ষিত হয়। মহারাজা আমাদের লর্ড নর্থব্রুকের সচ্চরিত্র দেখিয়া ভারি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনাকে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের অধীনে রাখিতে চাহিতেছেন, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক কিছু দিন পরেই ইংলণ্ডে গমন করিবেন, তখন যেন চিলের হাত হইতে বাজের হাতে আপনাকে স্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া তাহার অনুতাপ উপস্থিত না হয়।

—ইংলণ্ডে দুই জন স্ত্রী একটী শিশু সন্তানকে রেলের উপর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করণে উদ্যত হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। এক জন সিগন্যালম্যান শিশুটীকে রক্ষা করে।

—সাহেবেরা বোধ হয় এদেশীয়দের দাঁত দেখিতে পারেন না। রাজকোটের জানকী ও য়্যাষ্টন সাহেবের মোকদ্দমার কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। জানকী দাঁত বাহির করিয়া মুখ ধুইতেছিল, সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে তাহাই দেখিতে পাইয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। য়্যাষ্টন সাহেবের প্রতি এই জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে একটু ভৎর্সনা হয়। সম্প্রতি আবার খান্দিসে আর এক জন সাহেব আর এক জন এ দেশীয়কে দাঁত বাহির করিয়া মুখ ধুইতে দেখিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। সাহেবের ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—ব্রিটীশ ব্রহ্মের চীফ কমিশনার ইডেন সাহেব শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন।

—মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ও রুশীয় রাজ কন্যার প্রথম জাত নব কুমারের নাম য়্যালবার্ট আলেক্‌ জাণ্ডার রাখা হইবে। বালকের পিতা মাতা উভয়েই রাজ বংশীয় সুতরাং পিতামহ ও মাতামহের নামে তাহার নামকরণ হইল।

—বিলাতে ৫৬ বৎসর বয়স্কা এক ব্যক্তি ১৫ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বিচারে নীত হইয়াছে।

—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কথা ক্রমে লেঃ গবর্ণর বাঙ্গলার স্যানিটারি কমিশনার কোট্‌স সাহেবকে সদর ষ্টেশনস্থ যাবদীয় মিউনিসিপ্যালিটীর মেম্বর করিয়াছেন।

—ইয়ারকান্দ দেশে যাইবার একটী নূতন রাস্তা করার বন্দবস্ত করণার্থ গবর্ণর জেনারেল আগামী বসন্ত কালে কাশ্মীরের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন।

—ধৃত নানার নাম যমুনা খাঁ। পাইওনিয়ার বলেন যে পরীক্ষার্থ তাহাকে সম্ভবতঃ আলিপুরের জেলে আনা হইবে।

—মান্দ্রাজ হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, যখন কোন বারিষ্টার, আটর্ণি কি উকীল ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৮৬ ধারানুসারে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে উপস্থিত হন, তখন তাহার উকালতনামা দরপেষ করিতে হইবে না।

—আলাহাবাদে এডওয়ার্ড কলিন্স নামক এক জন সাহেব তহফীল তছরুপ করন বলিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ হন। তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

—বরদা হইতে রেসিডেণ্ট যাওয়াবধি গুইকার নানা রমক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দুই কোটি টাকা কর্জ্জ করিবেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

—বন্যার দরুন মান্দ্রাজ রেলওয়ে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণার্থে ২৫০০০০ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে।

—আগামী বৎসর হইতে মধ্য ভারতবর্ষে বৎসরের মধ্যে ২৭ দিন মাত্র গবর্ণমেণ্ট কাছারী সমুদয় বন্ধ থাকিবে, কেবল সিবিল কোর্ট ৩৮ দিন বন্ধ হইবে। বাঙ্গলায় প্রায় ৭০ দিন কাছারী বন্ধ থাকে। মধ্য ভারতর্ষস্থ কর্ম্মচারীদের অপরাধ কি?

—বোম্বাই গেজেট কলিকাতা হইতে বিশেষ টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতই কাবুলের আমীরকে তাঁহার পুত্র সম্বন্ধীয় বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত ধমকাইয়া এক কড়া পত্র লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমীরকে বলিয়াছেন যে, তাহার স্মরণ করা উচিত তিনি উক্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট কত বাধিত এবং তাঁহার পুত্রকে ছাড়িয়া দেওয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। আমীর এই পত্রের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। যদি আমীর তাঁহার পুত্রকে ছাড়িয়া না দেন তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন্ পথ অবলম্বন করেন বলা যায় না। তবে বোধ হয় আমীরকে বৎসর২ যে টাকা ও অস্ত্র শস্ত্র দেওয়া হয় তাহা বন্ধ করা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। কাবুলে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত কি ভারতবর্ষীয় সীমানা পার হইয়া কোন যুদ্ধের সজ্জা করার অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নাই। কাবুল সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হোম গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পিত হইয়াছে।

—নিম্নোক্ত কয়েক জন নেটিব ডাক্তার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে বরতরফ হইয়াছেন; দীন বন্ধু দাস, জিলে রহিম এবং আলী মেওয়াজ।

—ইংরেজরা আর একটি প্রকাণ্ড যুদ্ধে সত্বর প্রবেশ করিবেন। পেসোয়ারের সিমানায় আফ্রিডিস্ নামক বন্য জাতি আছে। এবার তাহাদের বিরুদ্ধে গোলা গুলি চালিত হইবে। আজ কাল ইংরেজদের বীরত্ব ও দর্পে জগত কম্পমান।

—মনে সুখ থাকিলে সকল রকম খেলাই খেলা যাইতে পারে। আরল অব ক্যামপারডাউন ইংলণ্ড হইতে এ দেশে শীকার করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এক জোড়া চিতা বাঘ এবং পাঁচটি বৃহৎ হরিণ বধ করিয়াছেন।

—কশিয়ার গ্রাণ্ড ডচেশ মেরির সহিত পারিসের রাজকুমারের বিবাহের কথা হইতেছে।

—মহারাজা হোলকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বোম্বাই দর্শন করিতে গিয়াছেন। তনি তত্রত্য হাইকোর্ট সন্দর্শন করিয়াছেন। তিনি জষ্টিশ বেলির পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ছিলেন।

—ব্রহ্মদেশের লোকেরা মশার পুজা করে। তাহাদের মনে বিশ্বাস যে মশা পীড়ার উৎপত্তি করে এবং তজ্জন্য রোগ গ্রাস্থ ব্যক্তিগণ মশক রাজ এবং ৩৭টী মশক রাজ কুমারিকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত পূজা করে।

—পাওনিয়ার পত্র বলেন, ইণ্ডুয়ান ফরেন আফিশ হইতে আমির সের আলি তাহার পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে যে পত্র লেখা হয় তাহার উত্তর আজও আইসে নাই।

—কতিপয় বিলাতি কাগজে প্রচার হয় যে কশিয়ার বিরুদ্ধে একটী ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে। সেণ্ট পিটসবর্গের পত্রিকা সমুহ বলেন যে এ বিষয়টী অমূলক। রুশিয়া সম্রাটের অসুখ বিধায় তিনি লিভাডিয়া যাওয়া স্থগিত রাখিয়াছেন।

—বোম্বাইয়ে আর একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইন্দু প্রকাশের মালিক ঈশ্বর চন্দ্র কৃষ্ণ বাই নাম্নী বিধবা রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বাই ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিধবা হয়েন, এক্ষণ তাহার বয়স আঠাশ বৎসর। ঈশ্বর চন্দ্রের বয়স আটচল্লিশ বৎসর।

—ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অন্তর্গত পশ্চিম নেব্রাস্কা হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে তথায় সহস্র২ লোক অন্নাভাবে মারা পড়িতেছে। দশ সহস্র লোক অনশনে এবং শীতে পীড়িত। শত লোকের বস্ত্র নাই এবং দেশ ত্যাগের কোন উপায়ও নাই।

—পাওনিয়ার পত্রিকার বিলাতের সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে লণ্ডনে 'প্রিন্স অব ওয়েল্সের ঋণ' নামীয় এক খানি পুস্তিকা যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে রাজ কুমার ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, ডিবনসাইয়ার এবং সাদারলাণ্ডের ডিউক, কার্টরাইট এবং অন্যান্য সাহেবদের নিকট যে টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়াছেন তদ্বিষয় লেখা আছে।

—দরভাঙ্গা হইতে জনেক সম্ভ্রান্ত লোক লিখিয়াছেনঃ—অদ্য একটী বামন মুর্ত্তি মনুষ্য এস্থানে দৃষ্ট হইল। ছাপরা জেলায় তাহার বাটী এবং সে বহেলীয়া নামক শুদ্র কুলোদ্ভব। উহার বয়ক্রম সে কহিতেছে পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে, এবং আকার প্রকার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া প্রায় তদনুরূপই বোধ হয়। উচ্চতায় বড় জোর ২॥০ ফুট হইবেক, মস্তকে তাজ, গায়ে চাপকান, পায় পায় জামা ও বিনামা পরা সর্ব্বক্ষণ থাকে। যত দূর দেখা গেল তাহার অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদির কোন দোষ বা অশৈষ্ঠব লক্ষিত হইল না। হস্ত পদ অঙ্গুলি সকল যদিচ ছোট২ বটে কিন্তু তদশরীরোপযোগী হওয়ায় সে সকল দেখিতে বিশ্রী ও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় না। বরং এপ্রকার শৈষ্ঠবযুক্ত হওয়াতে তাহাকে মনোহর বলিয়া প্রতীত হয়। এ প্রকার না হইয়া যদি তাহার হস্তপদগুলি শরীর অপেক্ষা পরিমাণে দীর্ঘ হইত, তাহা হইলে তাহাকে কিম্ভূত কদাকার দেখাইত। যাহউক তাহার বাম চক্ষুটী নাই-তাহাতে সে জন্মাবধি অন্ধ। তদ্ভিন্ন কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি সকল উত্তম অবস্থায় আছে। গোঁপ-দাড়ি-চুল স্বভাবসিদ্ধ রহিয়াছে বয়ক্রমানুসারে তন্মধ্য শুভ্র কেশ সকল লক্ষিত হইল। বিবাহাদি হয় নাই। জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য ভিক্ষাই সম্বল মাত্র। একটু দূর হইতে দৃষ্টি করিলে তাহাকে অষ্টম বর্শীয় বালক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। ফল উহাকে দর্শন করিয়া একটু আহ্লাদিত ও আশ্চার্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না।

—গ্রামবাসী বলেন যে সম্প্রতি একটী বিলাতি কুকুরের তিনটি ছানা হয়। বিলাতী কুকুরটী সন্তানদিগকে স্তন্য দুগ্ধ পান করাইবার নিমিত্ত একটী দেশী কুকুর রাখিয়াছে। নিজে স্তন দেয় না, দেশী কুকুর স্তন পান করায়!

—গত নবেম্বরে অর্ণবপোতে বোম্বাইতে ২৩৮৩৬৫৭ টাকার পণ্য দ্রব্যের আমদানি এবং ১৫,৮৭৭৩৪ টাকার পণ্য দ্রব্যের রপ্তানি হইয়াছে।

—গ্রাণ্ট সাহেব জ্যামেকার গবর্ণর ছিলেন। তিনি পদ পরিত্যাগ করিলে গ্রে সাহেব তাহার স্থানে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি গ্রে সাহেব পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে আদেশ করেন যে গ্রাণ্ট সাহেব যে রাজ কৌশল অবলম্বন করেন, গ্রে সাহেব যেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করেন। গ্রে সাহেব ইহার নিমিত্ত বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—দরভাঙ্গা হইতে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—এ জেলার সামিল পরগণা আলাপুর ধনশাহি নামক পল্লিতে একটী নব প্রসূত গো বৎস অতি আশ্চর্য্যজনক হইয়াছে। তাহার পাঁচখানী পদ মুখ দুইটী এবং তিনটী চক্ষু। যে মুখ দিয়া মাতৃ দুগ্ধ পান করে সেইটী অপেক্ষাকৃত বড় এ তাহাতেই দুইটী [illegible]

ছোট মুখটীতে একটী চক্ষু মাত্র ইহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। জন্ম কালিন ইহা বড় বড় ছিল তদ[illegible] পর দিন২ শুকাইয়া অতি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। যদি বৎসটী দীর্ঘজীবী হয় সম্ভবত ছোট মুখটী একেবারে লীন হইয়া যাইবে অথবা একটু সামান্য মাংসপিণ্ড আবের মত থাকিতে পারে। অতিরিক্ত এক খানি পদ এক পার্শ্বদেশে ঝুলিতেছে। বৎসটীকে দেখিবার জন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সকল হইতে লোকের সমাগম হইতেছে। এ প্রকার অনৈসর্গিক জীব দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

—ইণ্ডিয়ন এষ্টেটস্ম্যান নিম্নোক্ত সম্বাদটী প্রকাশ করেন। বরদার ভূতপূর্ব্ব রাজার বিধবা স্ত্রী বাই সম্প্রতি গুইকারের বিরুদ্ধে এই কয়েকটী অভিযোগ কর্ণাল ফেয়ারের নিকট করেন। যে কমিসনারগণ যে বরদা পরিত্যাগ করিয়াছেন আর গুইকর তাহার প্রতি রাগর পরিশোধ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার খাদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমাইয়া দিয়াছেন। কোন২ দিন তাহার অনশনে থাকিতে হয়। তিনি অন্ধকারে অবস্থিতি করেন। তাহার ঘরের মধ্যে পুরুষ প্রহরী কখন কখন প্রবেশ করে এবং তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় হয় পাছে ভাউ সিন্ধিয়ার ন্যায় তাহারও অপমৃত্যু হয়। তাহার প্রতি আরো এরূপ কতক অত্যাচার হয় যে তাহা প্রকাশ করিলে মেমদিগের মুখে লজ্জায় মলিন হইবে। লোকের ও গবর্ণমেণ্টর কর্ণেল ফেয়ারের সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যের উপর এই রূপ একটি অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যাহাতে তাহার কোন সংশ্রব থাকে তাহাতে লোকের সন্দেহ হয়।

—আমরা পুর্ব্বে জানিতাম করাতের গুড়াতে চিনি হয়। কিন্তু সম্প্রতি এক জন ইহা দ্বারা ব্রাণ্ডি মদ প্রস্তুত করিয়াছেন। করাতের গুড়া, হাইড্রোক্লরিক য়্যাসিড এবং জল এই তিন দ্রব্য বিশেষ কোন মাত্রায় একত্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলে উহাতে চিনি প্রস্তুত হয়। এই চিনি প্রস্তুত হইলে উহাতে কতক টা ক্লরিকয়্যাসিড থাকে। চুণে[illegible] দ্বারা উহার অম্লত্ব নষ্ট করিয়া, তাহাতে ভিজে বালি চুণ মিশাইয়া রাখিলে ৯৬ ঘণ্টার ব্রাণ্ডি প্রস্তুত হইবে।

—এখন যত স্থান হইতে যত শুভ সম্বাদ আসুক কাপড়ের কলের কৃতকার্য্যতার সম্বাদ গুলি শুনিলে আমাদের ভারি আনন্দ ও আশার উদ্রেক হয়। ইণ্ডোরে যে কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে তুলা কি রেশম পরিস্কার করার নিমিত্ত ২০টা কল ১০২৭২ টী সূতা কাটার কল এবং ২২৪টী তাঁত খাটে। ইহাতে গড়ে প্রতি দিন ২০০ থান কাপড় হয়। ইহার সঙ্গে আর একটী কল সংযুক্ত হইতেছে। ইহা হইলে প্রতিদিন ৪০০ থান কাপড় প্রস্তুত হইবে।

—বরদার বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট সার লুইস পিলুর মাসিক বেতন ৫ হাজার টাকা। এ টাকাটী গুইকরের দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি গুইকরের কোন উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় অবস্থিতি করিবেন। এবং গুইকরের ভাল গাড়ী ঘোড়া হাতি নৌকা প্রভৃতি তাঁহার ব্যবহারের নিমিত্ত নিয়োজিত হইবে।

—বরদার রাণী লক্ষ্মীবাইর পিতা গুইকারের কোপ দৃষ্টে পতিত হইয়াছেন। তাহাকে নাকি গুইকার কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

—গ্রাণ্ট ডফের আমেদাবাদে অবস্থিতি কালে একটী শিক্ষিতা হিন্দু স্ত্রী সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে বাসনা করে কিন্তু তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে যাইতে দেয় না। সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিয়া যাহাতে এ দেশে বাল্য বিবাহ প্রথা আইন দ্বারা নিবারিত হয় এই মর্ম্মে মহারাণীর নিকট এক খান আবেদন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু স্ত্রীটী ব্রাহ্মিকা না ঢাকার মহা পাপ বাল্য বিবাহের দলের লোক?

—বিলাতে একটী যুবক তাহার মাতার নিকট বিয়ার মদ ক্রয় করিবার জন্য কতক গুলি কাপড় চায়। মাতা কাপড় দিতে অস্বীকার হইলে গুণবান পুত্র তাহার বৃদ্ধ পিতাকে এমন করিয়া পদাঘাত করে যে বৃদ্ধ গুরুতর রূপে আহত হয়। পুত্রের প্রতি দুই মাসের কারাবা-

—শুদ্ধ বাঙ্গালীরা ইংরেজী নাটক দেশীয় ভাষার অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন নাই, মান্দ্রাজীরাও আরম্ভ করিয়াছেন। ভানু গোপাল চারী নামক এক জন মান্দ্রাজী তামিল ভাষায় 'মারচ্যাণ্ট অব ভেনিস' অনুবাদ করিয়াছেন।

—আগামী ১৬ মার্চ্চ বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

—খাইবার পাসের কতক গুলি অধিবাসী পেসোয়ার হইতে এক জন ইংরেজ ব্যাণ্ড মাষ্টারকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণ তাহারা বলিতেছে যে সাত হাজার টাকা না পাইলে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না।

প্রেরিত।

দার জিলিং।

আজ কিছু দিন গত হইল এই দারজিলিং পাহাড়ে একটী মকর্দ্দার নিমিত্ত সকল কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ক্রেগ নামক এক জন সাহেব পূর্ব্বে পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করিতেন। কোন দোষে তাহার সে কার্য্যটি যায়। এক দিন রংতুলের একটী দোকানদারের নিকট যাইয়া ৫০ টাকা কর্জ্জ করেন। এবং দোকানদারকে এক খানি ইংরাজী ভাষায় হাত চিঠা দেন। দোকানদার ইংরাজি ভাষায় অজ্ঞ, সেই হেতু চিঠি খানি লইয়া, ইংরাজী জানে এমন লোকের নিকট পড়ায়। কিন্তু চিঠি খানিতে লেখা থাকে 'আমি উপরোক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে /৪ চারি সের চুন পাইলাম'। দোকানদার গরিব লোক, চিঠি খানি শ্রবণ করিয়াই একবারে হতভম্ব হয় এবং তৎক্ষণাৎ পুলিশে আপন বিষয় অবগত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করে। মাজিষ্ট্রেট মকর্দ্দমা নিষ্পত্তির দিন ধার্য্য করেন। কিন্তু প্রতিবাদী সাহেব ভীত হইয়া স্বীয় বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, দোকানদারকে তাহার ঋণের টাকার উপরেও কিছু ধরিয়া দিয়া মকর্দ্দমায় রাজি নামা দাখিল করাইতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ মাজিষ্ট্রেট মহোদয় দেখিলেন যে যদ্যপি এরূপ মকর্দ্দমা ফাঁকে ২ মিটিয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে। এই বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট বাদী হইয়া সাহেবকে সেসনে অর্পণ করিয়াছেন।

দারজিলিং
১৫ই ডিসেম্বর } শ্রীদুঃ
এক জন পাঠক।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

মহেশপুর নিবাসিনঃ—নদিয়ার অন্তর্গত মহেশপুর থানার সব ইনেস্পেক্টর বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেনঃ—ইনি পূর্ব্বে শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করিতেন। তদনন্তর এই বিভাগে প্রবেশ করেন। বনগ্রাম সব ডিবিজনে যিনি যখন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার কার্য্য দক্ষতা নিবন্ধন মুক্ত কণ্ঠে সুখ্যাতি করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা ইহার গত কয়েক বৎসরের কার্য্য সমূহ অনুসন্ধান করিয়া যে রূপ আনন্দিত হইয়াছি, মহেশপুরে পুলিস সংস্থাপনাধি কখন কোন সব ইনস্পেক্টরের কার্য্যে সে রূপ আহ্লাদ ভোগ করি নাই। শান্তি স্থাপন যদি পুলিসের উদ্দেশ্য হয়, তবে কৃষ্ণধন বাবু তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে ইহাঁর উন্নতি পক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অপর আমরা শুনিলাম কতিপয় দুষ্ট ব্যক্তি ইহার সুখ্যাতি লোপ করিবার আশয়ে জেলার মাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকট কয়েক কেতা দরখাস্ত করিয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ একবার ইহার চরিত্র পরীক্ষা করা হউক। মহেশপুর বলিয়া কেন এই ষ্টেশনের এলাকায় যত গ্রাম আছে, সকল স্থানেই অনুসন্ধান করিলেই প্রকাশ হইবে [illegible] একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী।

অনাথ বন্ধু রায়, মাহিগঞ্জ—'বান্ধব' পত্রিকা প্রাপ্ত হইতেছেন না লিখিতেছেন। পুনরায় বান্ধব পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীলাল মোহন সেন গুপ্ত—যশোরের অন্তর্গত আঠার খাদা নিবাসী কবিরাজ মথুরানাথ দাসের নিকট ইহাই বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার সুচিকিৎসায় তিনি সংঘাতিক রোগ হইতে উন্মুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীবগুড়াঃ—অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে বগুড়া, চাপাপুরের বাবু রামজয় কুণ্ড, বাবু গুরু প্রসাদ কুণ্ডু ও বাবু শ্রীধর কুণ্ডু নামক ভ্রাতাত্রয় যেমন সরল চিত্তের লোক তেমনি নানা প্রকার সৎ কার্য্য দ্বারা এ দেশের লোকের আদরণীয়। ইহার বিগত দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগকে কতক দিবস অন্ন দান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কোন সংবাদ পত্রেই তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু লেখা হয় নাই। গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য ছিল যে ইহাদের বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন।

শ্রীগঙ্গাধর কুণ্ডু, চাঁপাপুর, বগুড়া—লিখিয়াছেন যে কিছু দিন হইল যশোর জেলাস্থ উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত নামক যে ব্যক্তি সম্বাদ পত্র দ্বারা প্রকাশ করে যে কোন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত হইয়া সে বিষ পান দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি প্রবঞ্চক, সে এখনও জীবিত আছে এবং আপাতত সে ময়মানিসংহের অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জে বাস করিতেছে। পত্র প্রেরক বলেন যে, উপেন্দ্র দত্ত যে বন্ধুদিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করে তাহারা অতি সরল ও সৎকর্ম্মবিশিষ্ট লোক। বরং উপেন্দ্র দত্তই তাহাদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া গিয়াছে।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যশোর, খালকুলা—অক্ষয় কুমার রায় নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী তের চৌদ্দ মাস গর্ভিনী হইয়া আজিও প্রসূত হয় নাই এই ঘটনাটির উপর একটী মস্ত প্রস্তাব লিখিয়াছেন। পত্র খানিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই কয়েকটী বিষয় দৃষ্ট হইল। পাঁচটী 'হায়,' সাতটি 'নোট অব অ্যাডমিরেসন,' চারিটি ইন্টারোগেসন, এতদ্ভিন্ন 'ভয়' 'আশ্চর্য্য' 'ব্যাকুল চিত্ত' 'যন্ত্রণা' ইত্যাদি অবশেষে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা করিয়া পত্র খানি শেষ করা হইয়াছে। পত্র খানি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ছাপাই কর্ত্তব্য।

জনেক দুঃখ দুঃখী—আপনার দুঃখে আমরাও দুঃখী, বিশেষতঃ আপনার সুদীর্ঘ পত্র খানি প্রকাশ করিতে না পারিয়া আরো দুঃখিত হইলাম।

শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র দত্ত, মৃজাপুর—আপনাদের ঘরোয়া বিবাদ সাধারণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে কি লাভ হইবে?

শ্রীমুকুন্দ লাল সরকার—পাবনার অন্তর্গত মালঞ্চী গ্রামে 'সংস্কারিণী সভা' নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য গ্রাম্য যুবকদিগকে নীতি শিক্ষা দেওয়া।

বি, এল ঘোষাল সাতগাছিয়া—মেমারি ষ্টেশন হইতে যে একটী রাস্তা বহির্গত হইয়া অবশেষে সাতগেছিয়া গ্রামে অন্য একটী গবর্ণমেণ্টের রাস্তার সহিত সংমিলিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে রীতিমত মেরামত হইত কিন্তু প্রায় ২ বৎসর হইল উক্ত রাস্তা একবারে মেরামত না হওয়ায় জল তরঙ্গের প্রাবল্য হেতুক স্থানে২ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শকটাদি যাওয়া দূরে থাকুক, পদব্রজে গমন করিতে বহুল কষ্ট পাইতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রায়ই এই রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের এ বিষয়ে নজর নাই মহাশয়! তাঁহাদের না হইলেও চলিতে পারে যেহেতু তাঁহারা শিবিকায় গমনাগমন করিয়া থাকেন এ জন্য তাহাদিগকে কোন কষ্ট পাইতে হয় না কিন্তু মহাশয়! আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী লোক, আমাদিগকে সেই বৃহৎ বৃহৎ জলা পার হইয়া যাতায়াত করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়।

বিজ্ঞাপন।

কয়লার টেণ্ডার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা যশোহরের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে যাহারা উৎকৃষ্ট প্রকারের নিম্ন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রবল কোল (rubble coal) যোগাইতে পারিবেন তাহারা নিম্ন লিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট টেণ্ডর অর্থাৎ কি মূল্যে উক্ত কোল দিতে পারিবেন তাহার দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। ইঁট প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রবল কোলের প্রয়োজন।

স্থান	মন।
নবগঙ্গার তীরস্থ মাগুরা সব ডিবিজন	২৫০০
ভৈরব নদীর তরস্থ যশোহর নগর	১৩০০০

টেণ্ডার গ্রাহ্য হইলে তাহার পর এক মাসের মধ্যে কয়লা উপরোক্ত স্থান সমূহে আমদানি করিতে হইবে।

আবেদন সকল নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নকট ২৬এ ডিসেম্বরের মধ্যে পৌছন আবশ্যক, ইহার পর গৃহীত হইবে না।

জে, পেটারসন (J. Paterson)
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার,
যশোহর। (২)

মায়াকানন।

মাইকেল মধু সুদন দত্ত প্রণীত।

মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০ আনা।

কলিকাতা শোভা বাজার অপর চিৎপুর রোড স্থিত ২৮৩।৮৪ নং এন, সি, পাল এণ্ড কোম্পানির ইউনিবারস্যাল মেডিক্যাল হল নামক ঔষধালয়ে ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় সমূহে প্রাপ্তব্য।

শরৎ-সরোজিনী।

নাটক।

নূতন ভারত যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, নিমু খানসামার গলি (পটলডাঙ্গা) ১৭ সংখ্যক ভবনে এবং রাধা বাজার ১০৫ নং চন্দ্র মোহন সুরের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে বেদাধ্যয়নার্থ মাসিক ৫ কিম্বা ১০ টাকা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবেক। এই বৃত্তি চিরস্থায়ী থাকিবার জন্য তিন হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বাঙ্গাল ব্যঙ্কে আমানত করা গিয়াছে। ৺কাশীধামে কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন স্থানে বেদাভ্যাস করিতে হইবেক ও যাহা পাঠ করা যাইবেক তাহার অনুবাদ বঙ্গ ভাষায় লিখিতে হইবেক। মহামহিম শ্রীসশ্রীযুক্ত প্রিন্স অব ওয়েলস মহোদয়ের আগম্য ও মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত ডিউক অব এডিনবরার রুসিয় সম্রাট দুহিতা সহিত বিবাহের স্মরণার্থ এই বৃত্তি দেওয়া হইল। নাম, ধাম, বয়ক্রম, বংশ বিবরণ, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যুৎপত্তির প্রমাণ পত্রাদি সহ আমার নিকট পত্র প্রেরণ করিলে নির্ব্বাচন করা যাইবেক যাহারা বিখ্যাত পণ্ডিত দিগের নিকট হইতে প্রশংসা পত্র দেখাইতে পারিবেন তাঁহারাই অগ্রগণ্য হইবেন যাহারা বঙ্গ দেশবাসী নহেন তাঁহাদের আবেদন করা প্রয়োজন নাই।

শ্রীব্রজ মোহন দত্ত
নিবাস বাটাযোড় জিলা বাকরগঞ্জ।
জজ স্মল কজকোর্ট জিলা
যশোর।

এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।